Bangla Draft (04.10.2007)

খসড়া

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭

সচীপত্র

শিরোনাম	অধ্যায়	ধারা	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা			
প্রারম্ভিক	প্রথম	১-২	৩-৫
পুলিশের ভমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য	দ্বিতীয়	৩-৫	৬-৮
পুলিশ সংগঠন	তৃতীয়	৬-৩৬	৯-১৭
জাতীয় পুলিশ কমিশন	চতুর্থ	৩৭-৪৮	১৮-২১
মেট্রোপলিটন ও নগর পুলিশ	পঞ্চম	৪৯-৫৭	২২-২৩
অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলা সমস্যা	ষষ্ঠ	৫৮-৬৬	২৪-২৫
মানব সম• দ উন্নয়ন	সপ্তম	৬৭-৭০	২৬
পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ	অষ্টম	৭১-৮১	২৭-৩০
আচরণ ও শৃঙ্খলা	নবম	৮২-৯৬	৩১-৩৪
কল্যান	দশম	৯৭-৯৯	৩৫-৩৬
পুলিশ পলিসি গ্র“ প	একাদশ	১০০-১০৩	৩৭
জনসভা, শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা	দ্বাদশ	১০৪-১১১	৩৮-৪০
জন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি	ত্রয়োদশ	১১২-১২১	৪১-৪২
অপরাধ ও দন্ড	চতুর্দশ	১২২-১৪০	৪৩-৪৫
বিবিধ	পঞ্চদশ	১৪১-১৬৩	৪৬-৫০
তফসীল			

চলমান পাতা...২

ঢাকা ...../২০০৭

নং-..... গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ...../...../২০০৭ ইং তারিখে জারিকৃত নিম্নলিখিত অধ্যাদেশটি জনসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা প্রকাশিত হইল।

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭
(২০০৭ সনের ..... নম্বর অধ্যাদেশ)

বাংলাদেশ পুলিশ পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি অধ্যাদেশ।

যেহেতু মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, সংবিধান ও আইন অনুসারে কর্মপরিচালন এবং জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পুরণে পুলিশের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভুমিকা রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্তরূপ কর্মপরিচালনায় পুলিশকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সেবা-নিবেদিত, জনগণের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন, বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত এবং আইন, আদালত ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হইতে হইবে;

এবং যেহেতু পুলিশী ব্যবস্থার নতুন চ্যালেঞ্জসমুহ, আইনের শাসন ও সুশাসনের নীতিসমুহ বিবেচনা করিয়া পুলিশের ভুমিকা, কর্তব্য ও দায়িত্ব পুনঃসংজ্ঞায়িত করা সমীচীন;

এবং যেহেতু দক্ষতার সহিত অপরাধ প্রতিরোধ, উদঘাটন ও দমন, জনশৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য পুলিশ পুনর্গঠন প্রয়োজন;

এবং যেহেতু বর্তমানে সংসদ নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আশু ব্যবস্থা গ্রহন প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু এক্ষনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনু” ছদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন।

চলমান পাতা...৩

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ

(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাসমূহঃ** (১) বিষয়ে ও প্রসংগে পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই অধ্যাদেশে -

(১) 'বাংলাদেশ পুলিশ' বা 'পুলিশ সার্ভিস' বলিতে ধারা ৬ এ বর্ণিত পুলিশ সার্ভিসের সকল সদস্যসহ

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিযুক্ত সকল বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা, এবং

(খ) অন্যান্য সকল পুলিশ কর্মচারী বুঝাইবে।

(২) 'বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী' বলিতে যে পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যেখানে সহকারী পুলিশ সুপারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহা বুঝাইবে।

(৩) 'কোড' বলিতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি কোড, ১৮৯৮ বুঝাইবে।

(৪) 'পরামর্শ' বলিতে সম্মতিতে সমাপ্ত মতামতের আদান প্রদান বুঝাইবে (এবং মত বিরোধের ক্ষেত্রে তাহা পুলিশ কমিশনে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরিত হইবে)।

(৫) 'পুলিশ কমিশন' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ অনুসারে সংগঠিত জাতীয় পুলিশ কমিশন বুঝাইবে।

(৬) 'অভিযোগ কর্তৃপক্ষ' বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৭১ অনুসারে গঠিত পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বুঝাইবে।

(৭) 'ডিজি র‍্যাব' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের প্রধানকে বুঝাইবে।

(৮) 'ডিজি এপিবিএন' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রধানকে বুঝাইবে।

(৯) 'ডিজি এসবি' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত স্পে• শাল ব্রাঞ্চের প্রধান বুঝাইবে।

(১০) 'ডিজি সিআইডি' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত অপরাধ তদন্ত বিভাগের প্রধান বুঝাইবে।

(১১) 'ডিজি প্রোটোকল এন্ড প্রোটেকশন' বলিতে ধারা ১১ অনুসারে নিযুক্ত প্রোটোকল ও প্রোটেকশন বিভাগের প্রধান বুঝাইবে।

(১২) 'জিলা' বলিতে ১৮৩৬ সনের জিলা আইনে সংজ্ঞায়িত জিলা বুঝাইবে।

(১৩) 'জিলা পুলিশ প্রধান' বলিতে ধারা ১৬ অনুসারে নিযুক্ত কোন জিলা পুলিশ প্রধান যিনি পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদমর্যাদার হইবেন এবং এই অধ্যাদেশের অধীন জিলা পুলিশ প্রধানের কার্য সম্পাদনের জন্য সরকারের বিশেষ বা সাধারণ আদেশবলে নিযুক্ত যে কোন পুলিশ অফিসারকে বুঝাইবে।

(১৪) 'সাধারণ পুলিশ এলাকা' বলিতে যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকা বা জিলা বা বাংলাদেশের যে কোন অংশ বুঝাইবে।

(১৫) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বুঝাইবে।

চলমান পাতা...৪

(১৬) 'জিলা পুলিশ প্রধান' বলিতে জিলা পুলিশ অফিসার বুঝাইবে।

(১৭) 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা' বলিতে জাতীয় স্বার্থ, শান্তি, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বুঝাইবে।

(১৮) ইনসার্জেন্সী (Insurgency) বলিতে জনসমষ্টির কোন একটি গ্র" প বা অংশ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বা ইহার কোন অংগ বা জনসমষ্টির কোন এক অংশের বা গ্র" পের বির" দ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বুঝাইবে।

(১৯) 'জুনিয়র র‍্যাংকস' বলিতে প্রথম তফসীলের বর্ণনামতে ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন পদের সকল পুলিশ অফিসারকে বুঝাইবে।

(২০) 'ইউনিট প্রধান' বলিতে পুলিশের বিশেষ শাখা (স্পে• শাল ব্রাঞ্চ), অপরাধ তদন্ত বিভাগ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, প্রোটেকশন ও প্রোটোকল বিভাগ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ রেঞ্জ, হাইওয়ে পুলিশ, মেরিন পুলিশ, জিলা পুলিশ, থানা বা সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত যে কোন পুলিশ ইউনিটের প্রধানকে বুঝাইবে।

(২১) 'ব্যবস্থাপনা' বলিতে প্রশাসন, মানব সম্প• দ, অপারেশনাল ও অর্থ সম্প• র্কিত কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২২) 'পুলিশ কমিশনার' বলিতে যে কোন মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের অধীনে নিযুক্ত পুলিশ কমিশনার বুঝাইবে।

(২৩) 'ব্যক্তি' বলিতে যে কোন ব্যক্তি, কোম্প• ানী, কর্পোরেশন বা অন্যান্য আইনী সত্ত্বাকে বুঝাইবে।

(২৪) 'স্থান বা জায়গা' বলিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাড়ী, দালান, তাঁবু, অন্যান্য স্থাপনা এবং বেষ্টনীবদ্ধ বা উম্মুক্ত যে কোন জায়গা/স্থান বুঝাইবে।

(২৫) 'জনসাধারণের বিনোদন স্থান' বলিতে খাদ্য ও আবাসিক ব্যবস্থাসহ বা ব্যতীত সংগীত, গান, নৃত্য বা অন্যান্য বিনোদনের ও আপ্যায়নের ব্যবস্থাদি সম্বলিত যে কোন স্থান বুঝাইবে যেখানে নগদ বা পরে আদায়যোগ্য অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে।

(২৬) 'পুলিশ বা পুলিশ অফিসার' বলিতে ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহারা -

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন;

(খ) যে কোন অনুমোদিত পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

(গ) পুলিশ সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহন করিয়াছেন; এবং

(ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিয়োগপত্র লাভ করিয়াছেন।

(২৭) 'নির্ধারিত' (Prescribed) অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্দিষ্ট।

(২৮) 'পুলিশ ইউনিট' বলিতে স্পে• শাল ব্রাঞ্চ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, প্রোটেকশন ও প্রোটোকল বিভাগ, পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, পুলিশ রেঞ্জ, হাইওয়ে পুলিশ, মেরিন পুলিশ, জিলা পুলিশ, থানা ও সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত অন্যান্য পুলিশ ইউনিট বুঝাইবে।

চলমান পাতা...৫

(২৯) ‘পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স’ বলিতে পুলিশ প্রধানের অফিস বুঝাইবে।

(৩০) ‘পুলিশ জিলা’ বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৫ অনুযায়ী ঘোষিত বা সংজ্ঞায়িত পুলিশ জিলা বুঝাইবে।

(৩১) ‘সম্• দ’ বলিতে যে কোন অস্থায়ী সম্• দ, অর্থ, মল্যবান সিকিউরিটি বা দলিল বুঝাইবে।

(৩২) ‘জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থান’ বলিতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন স্থান বা জায়গা বুঝাইবে।

(৩৩) ‘রেঞ্জ পুলিশ অফিসার’ বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত সাধারণ পুলিশ এলাকা প্রধান যিনি অনুন্ন পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক পদ মর্যাদার হইবেন বুঝাইবে।

(৩৪) ‘বিধিমালা’ অর্থ ধারা ১৫৬ অনুযায়ী প্রণীত বিধিসমহূ।

(৩৫) ‘প্রবিধানমালা’ অর্থ ধারা ১৫৭ অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধানসমহূ।

(৩৬) ‘তফসীল’ অর্থ এই অধ্যাদেশে সংযুক্ত তফসীল।

(৩৭) উর্ধতন কর্মকর্তা (সিনিয়র র‍্যাংকস) বলিতে প্রথম তফসীলে বর্ণিত সহকারী পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদমর্যাদা সম্• ন্ন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দকে বুঝাইবে।

(৩৮) ‘ষ্ট্রীট বা রাস্তা’ অর্থ যে কোন জনপথ, সড়ক, রাস্তা, গলি, ফুটপাথ, সেতু, পুল, তোরণ, পায়েচলা পথ, মাঠ বা খোলা জায়গা যাহাতে সর্বসাধারণের স্থায়ী বা অস্থায়ী প্রবেশাধিকার আছে।

(৩৯) ‘সার্ভিস’ অর্থ এই অধ্যাদেশের ধারা ৬ অনুযায়ী গঠিত পুলিশ সার্ভিস।

(৪০) ‘সন্ত্রাসী কর্মকান্ড’ বলিতে আইন সংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ভীত বা বিচলিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং সমাজে বা উহার কোন অংশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার মানসে কোন ব্যক্তি বা দল কর্তৃক বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ, প্রাণঘাতী অস্ত্রশস্ত্র, ক্ষতিকারক গ্যাস বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিপজ্জনক প্রকৃতির অন্য কোন পদার্থ, ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে বুঝাইবে যাহার মধ্যে অর্থায়ন এবং প্রচারণা অন্র্ভুক্ত থাকিবে।

(৪১) ‘যানবাহন’ বলিতে যান্ত্রিক বা অন্যভাবে পরিচালিত যে কোন ধরণের যানবাহনকে বুঝাইবে।

২। বিদ্যমান যে কোন আইনে উল্লেখিত পুলিশের মহাপরিদর্শক, জিলা পুলিশ সুপার ও সাব-ইন্সপেক্টর বলিতে এই অধ্যাদেশের তৃতীয় অধ্যায় অনুসারে নিযুক্ত পুলিশ প্রধান, জিলা পুলিশ প্রধান ও সহকারী ইন্সপেক্টর বুঝাইবে।

৩। এই অধ্যাদেশে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয় নাই এমন কোন শব্দ বা শব্দাবলী ১৮৯৭ সনের জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট, ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও ১৮৬০ সনের দন্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত অর্থ বহন করিবে।

৪। এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত একই শব্দ বিষয় বা প্রসংগ অনুযায়ী একবচন বা বহুবচন এবং পুংলিংগ বা স্ত্রীলিংগ যে কোন অর্থ বহন করিবে।

চলমান পাতা...৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩। **জনগণের প্রতি পুলিশের দায়িত্ব** - প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব হইবে -

(ক) জনসাধারণের সহিত সম্মান ও সৌজন্যের সহিত আচরণ করা;

(খ) অপরাধ, শোষণ, বঞ্চনা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়গ্রস্তদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(গ) জনগণের মধ্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র, অক্ষম, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত করা;

(ঘ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমুহের নিশ্চয়তা বিধান করা;

(ঙ) মহিলা ও শিশুদের প্রতি হয়রানি বা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা;

(চ) পুলিশী ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা।

৪। **পুলিশের কর্তব্য** - (১) আইনী বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হইবে -

(ক) ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখা;

(খ) নাগরিকদের জীবন, সম• দ ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;

(গ) জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন;

(ঘ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার ও সুবিধাদি রক্ষা করা;

(ঙ) অপরাধ এবং গণ-উপদ্রব সংঘটন প্রতিরোধ করা;

(চ) সামাজিক শান্তি, অপরাধ ও জাতীয় স্বার্থ সম• র্কিত জ্ঞান সংগ্রহ ও বিতরণ করা;

(ছ) অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(জ) সড়ক, জনপথ, রাস্তাঘাট, মেলা, উম্মুক্ত স্থান ও পথ, জনগণের প্রবেশাধিকার সম্বলিত স্বাস্থ্য ও বিনোদন কেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য গণউপাসনালয় ইত্যাদিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যে কোন প্রকার উপদ্রব ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করা;

(ঝ) সড়ক, জনপথ, রেলপথ, পানিপথ ও রাস্তাঘাটে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়ন;

(ঞ) দাবীদার বিহীন সম• দের হেফাজত, তালিকা প্রস্তুতকরণ, প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া উহা ফেরৎ প্রদানের প্রচেষ্টায় বিফল হইলে উক্ত সম• ত্তি বা উহার মুল্য সরকারী কোষাগারে জমা করা;

(ট) অপরাধ প্রতিরোধ ও উদঘাটন;

(ঠ) অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করা;

(ড) ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাহাদের গ্রেফতারের ক্ষমতা পুলিশ অফিসারের আছে এবং যাহাদের গ্রেফতার করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে;

চলমান পাতা...৭

(ঢ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির গ্রেফতারের খবর তাহার মনোনীত লোকদের নিকট যথাশীঘ্র প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;

(ণ) যে কোন দোকানপাট, জুয়া খেলার ঘর বা যেখানে মদ, গাঁজা বা অন্য মাদক দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় অথবা অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য রাখা হয় এবং যেখানে উশৃঙ্খল ও সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের সমাগম হয় এমন আনন্দ বিনোদন ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে বিনা পরোয়ানায় প্রবেশ ও পরিদর্শন;

(ত) আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সকল আইনসংগত আদেশ মান্য করা ও সত্ত্বর কার্যকর করা;

(থ) অপরাধ ও অবিচারের শিকার মহিলা ও শিশুদের যথেষ্ট সাহায্য প্রদান এবং তাহাদের অধিকার সম• র্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান;

(দ) সহিংসতা, অগ্নিকান্ড ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জনগণের সম• দ বিনষ্ট হওয়া প্রতিরোধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অন্যান্য সংস্থাকে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমন্বয় করা;

(ধ) কোন ব্যক্তি বা সংগঠিত গ্র" পের শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণা হইতে জনগণকে রক্ষা করা এবং উক্তরূপ শোষণ বঞ্চনা প্রতিরোধ করা;

(ন) তাহার নিজের বা জনগণের বা তাহাদের সম• দের ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যক্তিকে হেফাজতে নেওয়া; এবং

(প) এই অধ্যাদেশ, কোড বা বলবৎ অন্য কোন আইনে প্রদত্ত অন্য যে কোন কর্তব্য সম• াদন এবং ক্ষমতার প্রয়োগ করণ।

(ফ) মাপে কম দেওয়া, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ভেজাল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রভৃতি প্রতিরোধ করণে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(২) **নিম্নরূপ কাজ করিতে প্রত্যেক পুলিশ অফিসার সকল উদ্যোগ গ্রহন করিবেন -**

(ক) দুর্গত অবস্থায় পতিত জনগণকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান;

(খ) অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান;

(গ) দুর্ঘটনা ও অপরাধের শিকার ব্যক্তিগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারী ও নির্ভরশীলদের সহায়তা প্রদান এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও দলিলাদি দিয়া সাহায্য করা; এবং

(ঘ) অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাদের অধিকার ও বিশেষ সুবিধাসমূহ সম• র্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(৩) **প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের ইহা কর্তব্য হইবে যে -**

অপরাধ করিতেছে এইরূপ সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তির বির" দ্ধে সমন, গ্রেফতারী পরোয়ানা, তল্লাসী পরোয়ানা বা এইরূপ অন্য কোন আইনী প্রসেস/আদেশ জারী করার জন্য তিনি উপযুক্ত আদালতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করিবেন।

চলমান পাতা...৮

(৪) একজন পুলিশ অফিসারের কর্তব্য ইহাও হইবে যে তিনি অপরাধ ও দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের সহায়তাকারী সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমুহ (যেমন-সেইফ হোম, এসিড সার্ভাইভর্স ইউনিট, ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট, পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি) এবং অন্যান্য আইনী সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমুহ সম•র্কে উক্ত অপরাধ ও দুঘটনার শিকার ব্যক্তিদেরকে অবহিত করিবেন যেন তাঁহারা এইগুলির সর্বোত্তম সুযোগ গ্রহন করিতে পারেন।

(৫) **উর্ধতন পুলিশ অফিসার কর্তৃক অধঃস্তন পুলিশ অফিসারের কর্তব্য সম•াদন-** আইনের কোন বিধান সম•ূর্ণরূপে কার্যকর করিতে বা উহার লংঘন পরিহার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ও সমীচীন প্রতীয়মান হইলে কোন সিনিয়র পুলিশ অফিসার তাঁহার অধঃস্তন কোন অফিসারকে আইনে বা আইনসংগত আদেশবলে প্রদত্ত কর্তব্য নিজে সম•াদন করিতে পারিবেন এবং তিনি স্বীয় কাজ দ্বারা অথবা আইনসংগতভাবে তাঁহার অধীনে কর্মরত কোন অফিসারের কাজ দ্বারা প্রথমোক্ত অধঃস্তন অফিসারের কাজের সহায়ক, সম•ূরক, অপসারক বা বাতিলকারক বা প্রতিরোধক কাজ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

চলমান পাতা...৯

তৃতীয় অধ্যায়

পুলিশ সংগঠন

৬। বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস-

সরকার কতৃক গঠিত পুলিশ প্রতিষ্ঠানসমুহকে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে একটি পুলিশ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা অনুযায়ী পুলিশ সার্ভিসের সদস্যগণকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যে কোন পদে বা স্থানে বদলী করা যাইবে।

৭। পুলিশ প্রধান নিয়োগ-

(১) ধারা ৩৭ অনুযায়ী গঠিত জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত তিন জন পুলিশ অফিসারের সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে একজনকে সরকার পুলিশ প্রধান হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(২) তাঁহার স্বাভাবিক অবসরের তারিখ যাহাই হউক না কেন নিযুক্ত পুলিশ প্রধানের অফিসের মেয়াদ অন্যূন দুই বছর এবং অনুর্ধ তিন বছর হইবে।

(৩) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত পুলিশ প্রধান পদাধিকারবলে বিভিন্ন আইন বা বিধিমতে সরকারের সচিবকে প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ এই অধ্যাদেশ ও অন্য আইনে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও তদুর্ধ পদসমুহে পুলিশ অফিসার নিয়োগ বা বদলী করিবেন।

(৫) সরকার পুলিশ প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সিনিয়র পুলিশ সুপার ও পুলিশ সুপার পদে পুলিশ অফিসার নিয়োগ বা বদলী করিবেন।

(৬) পুলিশ প্রধানের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম পুলিশ অফিসার পুলিশ প্রধানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগসহ তাঁহার সকল কর্তব্য, দায়িত্ব ও কাজকর্ম সম্• াদন করিতে পারিবেন।

(৭) জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক পুলিশ প্রধান পদের জন্য তালিকা প্রণয়ন এই অধ্যাদেশের চতুর্থ অধ্যায় অনুযায়ী করা হইবে।

(৮) নিম্ন বর্ণিত যে কোন ক্ষেত্রে সরকার জাতীয় পুলিশ কমিশনের সম্মতিক্রমে কারণ সম্বলিত লিখিত আদেশবলে পুলিশ প্রধানকে তাঁহার মেয়াদ পুর্ণ হওয়ার পুর্বে বদলী বা অপসারণ করিতে পারিবেন-

(ক) ব্যক্তিগত কারণে প্রদত্ত তাঁহার স্বে" ছাপ্রণোদিত দরখাস্তের ভিত্তিতে; অথবা

(খ) আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইলে; অথবা

(গ) সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বা অন্য কোন প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী তাঁহার বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামূলক অবসর বা পদাবনতি হইলে।

চলমান পাতা...১০

৮। (১) সরকার কর্তৃক পুলিশ প্রধানের সহিত সুপারিশক্রমে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ সদস্য সমন্বয়ে পুলিশ সার্ভিস গঠিত হইবে এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত সংগঠন, ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানসমুহ পুলিশ সার্ভিসের অন্তর্গত হইবে। সরকার কর্তৃক সৃজিত পুলিশ সার্ভিসের পদসমুহ স্থায়ী পদ হিসাবে গন্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ জারীর এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার পুলিশ সার্ভিসের জন্য বিশেষ ভাতাদি নির্ধারণ করিবেন।

(৩) কনস্টেবল, সার্জেন্ট ও সহকারী পুলিশ সুপার এই তিন পদে পুলিশ সার্ভিসে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে।

(৪) সহকারী পুলিশ সুপার পদে নিয়োগ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে হইবে। সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গঠিত প্রাক-নিয়োগ নির্বাচনী পরিষদের সম্মুখে প্রার্থীদের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারের সময় পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার নীচে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসারকে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রন জানানো হইবে।

(৫) সংশিষ্ট বিধি বিধান অনুযায়ী স্ব" ছ, নিরপেক্ষ ও প্রতিযোগিতামুলক নির্বাচনী/বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কনস্টেবল ও সার্জেন্ট পদে লোক নিয়োগ করা হইবে।

৯। কর্মের ভিত্তিতে পুলিশ সংগঠিত হইবে-

ধারা ৬ অনুসারে গঠিত পুলিশ সার্ভিস পুলিশ প্রধানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাসম্ভব কর্মের ভিত্তিতে ডিভিশন, বিভাগ, অধিদপ্তর, ব্যুরো, শাখা, ইউনিট, সেকশন ইত্যাদি হিসাবে সংগঠিত হইবে।

১০। পুলিশের তত্ত্বাবধান-

(১) পুলিশ সার্ভিসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে। তবে এই অধ্যাদেশের বিধানের সহিত সংগতিহীনভাবে সরকার কোন ব্যক্তি, কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ বা আদালতকে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ন্ত্রন করিবার ক্ষমতা দিবে না।

(২) পুলিশী তদন্ত ও অন্যান্য আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত কর্মকান্ড, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, পদায়ন বা অন্য কোন পুলিশী কর্মকান্ডে বেআইনীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) পুলিশ সার্ভিস কঠোরভাবে সংবিধান ও আইন মোতাবেক তাহাদের কর্তব্য সম• াদন করিতেছে কেবল ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য উপধারা (১) এ প্রদত্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হইবে।

(৪) কোন সরকারী সংস্থা বা কর্মকর্তা কর্তৃক পুলিশের প্রতি কৃত অনুরোধ আইনসম্মত কিনা তাহা দেখার দায়িত্বও উপধারা (১) এ প্রদত্ত তত্ত্বাবধান কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চলমান পাতা...১১

১১। পুলিশ প্রশাসন-

(১) এ অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে পুলিশ সার্ভিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তথা প্রশাসন, অর্থ, মানব সম• দ, বদলী, দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রেষণে নিয়োগ, বৈদেশিক সহযোগিতা ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কর্মকান্ডের সহিত সম• র্কিত বিষয়াবলী পুলিশ প্রধানের উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) বলবৎ যে কোন আইন, বিধি বা প্রবিধানে যাহাই থাকুক না কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‌্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন, প্রোটোকল ও প্রোটেকশন ডিপার্টমেন্ট বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ইউনিটের জন্য সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে উক্ত প্রতিটি ইউনিটের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৩) পুলিশ প্রধান, পুলিশের মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ও বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধান মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য কর্ম সম• াদন করিবেন।

(৪) উপধারা (৩) এ উল্লেখিত পুলিশ অফিসারগণ দক্ষভাবে পুলিশের কাজকর্ম সম• াদনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালার সহিত অসংগতিপুর্ণ নয় এমন স্থায়ী (Standing) আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

১২। ইউনিট প্রধানের অফিসের মেয়াদ- এই অধ্যাদেশে সংজ্ঞায়িত বিভিন্ন ইউনিট, রেঞ্জ, জোন এবং অন্যান্য সাংগঠনিক বা এলাকাভিত্তিক ইউনিট প্রধান এবং ধারা ৭, ১১, ১৪, ১৬, ২১ ও ২৪ এর অধীনে পোষ্টিং প্রাপ্তদের অফিসের মেয়াদ পদে যোগদানের তারিখ হইতে অন্যুন দুই বৎসর এবং অনুর্ধ তিন বৎসর হইবে।

তবে উপরোক্ত যে কোন অফিসারকে তাঁহার নিম্নতম মেয়াদ পূর্ণ হইবার পুর্বে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে বদলী করা যাইবে-

(ক) স্বে" ছা প্রণোদিতভাবে ব্যক্তিগত কারণে প্রদত্ত তাঁহার দরখাস্তের ভিত্তিতে; অথবা

(খ) উ" চতর পদে পদায়ন বা পদোন্নতি হইলে; অথবা

(গ) আদালত কর্তৃক ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হইলে; অথবা

(ঘ) সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ বা অন্য কোন প্রযোজ্য বিধিমালা অনুযায়ী তাঁহার বরখাস্ত, অপসারণ, বাধ্যতামুলক অবসর বা পদাবনতি হইলে; অথবা

(ঙ) উপরোক্ত বিধি অনুসারে সাময়িক বরখাস্ত হইলে; অথবা

(চ) শারীরিক, মানসিক রোগ বা অন্য কোন কারণে তিনি কর্তব্যকর্ম পালনে অসমর্থ হইলে।

১৩। আইন উপদেষ্টা, অর্থ উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ-

(১) পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে, পুলিশ প্রধান বা কোন ইউনিট প্রধানকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য, সরকার এক বা একাধিক আইন উপদেষ্টা (প্যানেল আইনজ্ঞ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত) এবং অর্থ উপদেষ্টা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিবেন।

(২) সরকার, পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে, পুলিশ প্রধান বা কোন ইউনিট প্রধানকে সাংগঠনিক, পরিচালন ও তদন্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের ভিতর বা বাহির হইতে যে কোন বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, উপযুক্ততা ও চাকুরীর শর্তাবলী এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

১৪। পুলিশ রেঞ্জ ইত্যাদিঃ-

পুলিশের উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসার রেঞ্জ প্রধান হইবেন। তিনি রেঞ্জের প্রশাসন তদারকি করিবেন এবং পুলিশ প্রধান অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিবেন।

১৫। জিলা পুলিশ প্রধান-

প্রতিটি জিলার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব জিলা পুলিশ প্রধান এর উপর ন্যস্□হইবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তা / কর্মচারী থাকিবে। জিলা পুলিশ প্রধান ন্যূনতম পুলিশ সুপার পদমর্যাদার হইবেন।

১৬। জিলা পুলিশ প্রধানের পোষ্টিং-

(১) সরকার সাধারণতঃ পুলিশ প্রধানের সুপারিশ মোতাবেক জিলা পুলিশ প্রধান পদে বদলী করিবেন। তবে পুলিশ প্রধানের সুপারিশের সহিত একমত পোষণ না করিলে সরকার উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ প্রধানের নিকট আরেকটি মনোনয়ন চাইবেন।

(২) পর পর তিনটি মনোনয়ন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত দ্বিমত পোষণ করিলে উহা জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য সরকার বা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রেরিত হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইবে।

চলমান পাতা...১৩

১৭। জিলা পুলিশ প্রশাসন-

(১) এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে ধারা ১৬ অনুসারে নিযুক্ত জিলা পুলিশ প্রধান একটি জিলার সার্বিক পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে থাকিবেন।

(২) জিলা পুলিশ প্রধান তাঁহার যে কোন ক্ষমতা বা কাজ একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপারকে অর্পন করিতে পারিবেন।

১৮। মেট্রোপলিটন এলাকা, বৃহৎ নগর এলাকা ও অন্যান্য প্রজ্ঞাপিত এলাকার পুলিশ প্রশাসন-

মেট্রোপলিটন এলাকা, বৃহৎ নগর এলাকা ও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত অন্যান্য এলাকার পুলিশ প্রশাসন এই অধ্যাদেশের পঞ্চম অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে।

১৯। তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধানের পোষ্টিং-

(১) কোন জিলার তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধান ন্যুনপক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার হইবেন এবং তিনি জিলা পুলিশ প্রধানের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হইবেন।

(২) বলবৎ যে কোন আইনে ৭ (সাত) বৎসরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়ার যোগ্য এমন অপরাধ সম• র্কিত সকল মামলার তদন্ত জিলার তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধানের তত্ত্বাবধানে তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা কর্তৃক করা হইবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অপরাধ তদন্ত বিভাগের মহাপরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখা প্রধান এইরূপ তদন্ত পরিচালনা করিবেন।

২০। তদন্ত খরচ এবং পুল, ফেরী ও রাস্তার টোল বা পথশুল্ক প্রদান হইতে অব্যাহতি-

(১) প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যয়িত খরচ মিটানোর জন্য সরকার কর্তৃক পুলিশ প্রধানকে পর্যাপ্ত ফান্ড/অর্থ সরবরাহ করা হইবে।

(২) বলবৎ অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা কর্তৃক কোন পুল, ব্রিজ, ফেরী বা রাস্তা ব্যবহারের জন্য আরোপিত ও আদায়যোগ্য টোল বা পথশুল্ক হইতে পুলিশের যানবাহনসমুহ অব্যাহতি পাইবে।

২১। স্ে• শাল ব্রাঞ্চ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ ইত্যাদি-

(১) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণের সকল প্রকার নিরাপত্তা ও স্বার্থ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, গবেষণা, তুলনামুলক বিশ্লেষন ও উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্ে• শাল ব্রাঞ্চ নামে একটি গোয়েন্দা বিভাগ সরকার কর্তৃক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা হইবে। এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে স্ে• শাল ব্রাঞ্চ সরকার প্রধানসহ সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(২) সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে স্ে• শাল ব্রাঞ্চের মহাপরিচালক বা প্রধান হিসাবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য নিয়োগ করিবে।

চলমান পাতা...১৪

(১) সরকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ/সিআইডি নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিবে,যাহা আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, গুর" তর অপরাধ, বিশেষায়িত তদন্তের প্রয়োজন রহিয়াছে এমন সব অপরাধ এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপিত/ঘোষিত অন্যান্য গুর" তর অপরাধ এবং আদালত এবং পুলিশ প্রধান কর্তৃক বিশেষভাবে নির্দেশিত অপরাধসমূহ তদন্ত করিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি এর প্রধান হিসাবে এবং তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে।

(৫) বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন সিআইডি বা অপরাধ তদন্ত বিভাগের নিম্নবর্ণিত বিশেষ অপরাধ সমুহের তদন্ত করিবার কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে এই বিভাগে বিভিন্ন বিশেষ ইউনিট থাকিবেঃ

ক) ইন্টারনেট বা সাইবার অপরাধ, (খ) সংঘবদ্ধ (Organised) অপরাধ, (গ) সন্ত্রাসমুলক অপরাধ, (ঘ) নরহত্যা সম• র্কিত অপরাধ, (ঙ) মানব পাচার সংক্রান্ত অপরাধ, (চ) অর্থ-সংক্রান্ত অপরাধ, (ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম• র্কিত অপরাধ এবং (জ) সরকার বা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত নুতন ধরণের বা অন্য কোন প্রকার অপরাধ যাহা তদন্ত করিতে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন।

(২) অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি এর মহাপরিচালক ও তদন্তকারী অফিসারদের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইন উপদেষ্টা, অপরাধ বিশ্লেষক ও প্রাসংগিক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হইবে।

২২। **পুলিশের চিকিৎসা সুবিধা-** পুলিশ সদস্যগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসা সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে ।

২৩। **কারিগরী ও সহায়ক সার্ভিস-**

পুলিশ সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকার পুলিশ প্রধানের সার্বিক নিয়ন্ত্রনে পৃথক তথ্য, যোগাযোগ ও টেলিকম সার্ভিস সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করিবে।

চলমান পাতা...১৫

২৪। **পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধানের পোষ্টিং-**

(১) সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শ ও জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে পুলিশ ষ্টাফ কলেজের রেক্টর হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(২) পুলিশ প্রধানের পরামর্শ ও জাতীয় পুলিশ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির মহাপরিচালক পদে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করিবে।

(৩) সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত আলোচনা পুর্বক পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজ, স্কুল বা কেন্দ্রের পরিচালক পদে অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক বা তদুর্ধ পদমর্যাদার একজন পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ প্রদান করিবে।

২৫। **অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে বদলী-** এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত পরামর্শক্রমে যে কোন পুলিশ অফিসারকে অন্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বদলী করিতে পারিবে। সরকার ও পুলিশ প্রধানের মধ্যে দ্বিমত হইলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরিত হইবে।

২৬। **জুনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ-**

(১) জিলার ক্ষেত্রে জিলা পুলিশ প্রধান এবং অন্যান্য ইউনিটের ক্ষেত্রে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ সহকারী ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইবেন।

(২) পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক হইবেন ইন্সপেক্টর পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।

২৭। **শপথ-** নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রত্যেক পুলিশ সদস্য পুলিশ প্রধান বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ অফিসারের সম্মুখে দ্বিতীয় তফসীলে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে শপথ বাক্য পাঠ ও স্বাক্ষর করিবেন।

২৮। **নিয়োগ পত্র -**

(১) জুনিয়র পদের প্রত্যেক পুলিশ সদস্য নিয়োগের সময় তৃতীয় তফসীলে প্রদত্ত নির্ধারিত ফরমে একটি নিয়োগ পত্র পাইবেন, যাহা পুলিশ প্রধানের সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের সহিমোহরে ইস্যু হইবে।

(২) সার্টিফিকেটে উল্লেখিত নামের পুলিশ অফিসার যখন আইনগতভাবে পুলিশ সার্ভিসের সদস্যপদ হারাইবেন তখন হইতে তাঁহার নিয়োগ পত্রটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চলমান পাতা...১৬

২৯। পুলিশ অফিসারগণের পদোন্নতি পদ্ধতি-

(১) মেধা, জ্যেষ্ঠতা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের গ্রেডিং, সুনাম, সততা, দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা ও চতুর্থ তফসীলে বর্ণিত অন্যান্য বিষয় পুলিশ সার্ভিসের সিনিয়র পদ সমূহে পদোন্নতির মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) পঞ্চম তফসীলে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বাছাই বা পদোন্নতি বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে বিবেচিত হওয়া ব্যতীত সিনিয়র পদে নিয়োগ বা পদোন্নতি দেওয়া যাইবে না।

(৩) প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে জুনিয়র পদসমূহে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

৩০। পুলিশের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা পলিসি-

(১) জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতির আলোকে সকল র‍্যাংক বা পদের পুলিশ সদস্যের জন্য একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করা হইবে। সকল পুলিশ সদস্য যেন গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ডের ভিত্তিতে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এই নীতি যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করিবে এবং সদস্যদের চাকুরী জীবনের উন্নতির পরিকল্পনা ও ধারাক্রমের সহিত এই নীতির সম•ৃক্ততা থাকিবে।

(২) চাকুরী জীবনে অগ্রগতির সাথে সাথে যথোপযুক্ত শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে একটি চাকুরী সংস্কৃতি বিনির্মাণ এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে।

(৩) পুলিশ প্রধান বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পুলিশ কর্মকর্তা/সদস্যগন উ" চতর ডিগ্রী অর্জন করিতে পারিবে।

৩১। সাসপেনশন বা সাময়িক বরখাস্ত-

(১) প্রযোজ্য বিধি সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের তাঁহার অধীনস্ত কোন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোনো পুলিশ অফিসার সাময়িক বরখাস্ত হইলে তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা অকার্যকর থাকিবে।

প্রকাশ থাকে যে সাময়িক বরখাস্তকৃত পুলিশ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইবে না, বরং তিনি বরখাস্ত না হইলে যে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকিতেন সাময়িক বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই কর্তৃপক্ষেরই নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

৩২। পুলিশ প্রধানের সাধারণ ক্ষমতা-

এই অধ্যাদেশ ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে পুলিশ প্রধান, ইউনিট প্রধান ও জিলা পুলিশ প্রধান তাহাদের স্বীয় কর্তৃত্বাধীন ক্ষেত্রে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন, বদলী, পদোন্নতি, অস্ত্রশস্ত্র, ব্যায়াম, শৃঙ্খলা, পোষাক পরি" ছদ, কর্ম-বন্টন এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ সদস্যদের দক্ষতার সহিত কর্তব্য সম•াদন সম•র্কিত অন্য কোন বিষয় পরিচালনা, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

চলমান পাতা...১৭

৩৩। পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের "পুলিশ হিসাব" সম্• র্কিত ক্ষমতা-

(১) পুলিশ ইউনিটগুলির সহিত সম্•ৃক্ত হিসাব সম্• র্কিত সকল বিষয় তদন্ত ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি উক্ত তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের আদেশ নির্দেশ মান্য করিতে এবং যুক্তিযুক্ত সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(২) পুলিশ প্রধান ও ইউনিট প্রধানগণের হিসাব নিয়ন্ত্রণ সম্• র্কিত উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও মহাহিসাব নিরীক্ষকের পুলিশ হিসাব নিরীক্ষা করিবার ক্ষমতা অটুট থাকিবে।

৩৪। স্পে• শাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ-

(১) অপর্যাপ্ত জনবলের ক্ষেত্রে বিশেষ সময়ের জন্য জিলা পুলিশ প্রধান বা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত যে কোন পুলিশ অফিসার স্পে• শাল পুলিশ অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী নিযুক্ত একজন স্পে• শাল পুলিশ অফিসার নিয়োগকালে (ক) নির্ধারিত ফরমে একটি সার্টিফিকেট পাইবেন; এবং (খ) তিনি তাঁহার সম পদমর্যাদার সাধারণ পুলিশ অফিসারের মত সকল সুযোগ সুবিধা, দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন এবং একই কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিবেন।

৩৫। অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ-

(১) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে জিলা পুলিশ প্রধান তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে নির্দিষ্ট র‍্যাংক/পদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং কি উদ্দেশ্যে তাহাদের নিয়োগ করা হইল তাহা তাহাদের নিয়োগ আদেশে উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার (ক) পুলিশ প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে একটি ছাড়পত্র পাইবেন, (খ) একই পদের পুলিশ অফিসারের মত সকল সুযোগ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং (গ) জিলা পুলিশ প্রধানের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তির অনুরোধে তাহার যুক্তিগ্রাহ্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিয়োগ করা যাইতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ ও উহার অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে এই নিয়োগের খরচ আদায়যোগ্য হইবে।

৩৬। প্রশিক্ষণ রিজার্ভ-

বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড নিরবি" ছন্নভাবে চালানো এবং যে কোন প্রাণঘাতি দুর্ঘটনার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিচালন ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রয়োজনে পুলিশ সার্ভিসে সর্বদা সকল পদে অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত ১০% জনবল থাকিবে।

চলমান পাতা...১৮

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় পুলিশ কমিশন

৩৭। **প্রতিষ্ঠা-** পদাধিকারবলে নিযুক্ত চেয়ারপারসনসহ ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

৩৮। সদস্য নির্বাচন/মনোনয়ন - (১) জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যগণ নিম্নরূপে মনোনীত/নির্বাচিত/নিযুক্ত হইবেন-

(ক) জাতীয় সংসদের স্পীকার, সংসদ নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতার সহিত পরামর্শক্রমে ৪ (চার) জন সংসদ সদস্য মনোনীত করিবেন । তন্মধ্যে ২ (দুই) জন সরকারী দলের ও ২ (দুই) জন বিরোধী দলের হইবেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সিলেকশন প্যাণেল কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬ (ছয়) জনের তালিকা হইতে ৪ (চার) জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মনোনীত করিবেন (পরবর্তীতে নিরপেক্ষ সদস্য হিসাবে অভিহিত)। মনোনীত উক্ত ৪(চার) জনের মধ্যে ১ (এক) জন মহিলা এবং ১ (এক) জন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা হইবেন ।

(গ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং

(ঘ) পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব।

(২) উপধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন জাতীয় সংসদ না থাকা অবস্থায় নিরপেক্ষ সদস্যগণ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ও পুলিশ প্রধান সমন্বয়ে জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠিত হইবে।

(৩) জাতীয় পুলিশ কমিশন সদস্যদের নিয়োগ প্রজ্ঞাপন সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

৩৯। চেয়ারপারসন নিয়োগ-

(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পদাধিকারবলে জাতীয় পুলিশ কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন।

(২) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারপারসন সভাপতিত্ব করিবেন।

৪০। চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতি-

চেয়ারপারসনের অনুপস্থিতিতে জাতীয় পুলিশ কমিশন ইহার সদস্যদের মধ্য হইত একজনকে কমিশনের সভার সভাপতি নির্বাচন করিবে।

৪১। নিরপেক্ষ সদস্য নির্বাচন-

(১) কমিশনের ৪ (চার) জন নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্যে নামের তালিকা প্রণয়নের নিমিত্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় সিলেকশন প্যাণেল থাকিবে, যাহার চেয়ারপারসন হইবেন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল হইবেন অন্য দুইজন সদস্য।

চলমান পাতা...১৯

(২) ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সদস্যের নামের তালিকা প্রণীত হইবে।

(৩) জাতীয় সিলেকশন প্যানেল কর্তৃক নির্বাচনী বা বাছাই প্রক্রিয়া শুর" র ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা সম• ন্ন করিতে হইবে।

(৪) নিরপেক্ষ সদস্যগণ নিখুঁত চরিত্র, সততা ও প্রমাণিত/প্রতিষ্ঠিত পেশাগত দক্ষতার অধিকারী হইবেন।

৪২। সিলেকশন প্যাণেলের কর্মপদ্ধতি-

স্ব" ছ পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ সদস্য বাছাই করিবার জন্য সিলেকশন প্যাণেল ইহার নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রণয়ন করিবে। নির্বাচন/ মনোনয়ন করিবার পর প্যাণেল নামগুলি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। নিরপেক্ষ সদস্যদের নির্বাচন/বাছাই করিবার মাপকাঠি-

কোন ব্যক্তি জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন যদি -

(ক) তিনি নিয়োগপুর্ব ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রতিনিধি বা জনসেবক থাকেন; বা
খ) তিনি দেওলিয়া, ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হন; বা

(গ) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন; বা

(ঘ) তিনি বাংলাদেশের সেবায়/চাকুরীতে (শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ব্যতীত) একটি লাভজনক পদে থাকেন; বা

(ঙ) তিনি চাকুরীরত থাকেন কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় বা সরকারী মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থায় বা যাহাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুলক অংশ বা স্বার্থ আছে এমন কোন সংস্থায় (শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ব্যতীত);

(চ) তিনি দুর্নীতি বা অন্য কোন অসদাচরণের কারণে সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামুলক অবসরপ্রাপ্ত হন; বা

(ছ) তিনি ফৌজদারী অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হন; বা

(জ) ইহাতে তাহার কোন স্বার্থের সংঘাত ঘটে বা থাকে।

৪৪। জাতীয় পুলিশ কমিশনের কার্যাবলী-

(১) জাতীয় পুলিশ কমিশন এই অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে ইহার কর্তব্য সম• াদনের মাধ্যমে পুলিশ সার্ভিসের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করিবে এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহনে সহায়তা করিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত ভুমিকা কোনরূপ ক্ষুন্ন না করিয়া জাতীয় পুলিশ কমিশন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম• াদন করিবেঃ

(ক) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী পুলিশ প্রধান হিসাবে নিয়োগের জন্য অতিঃ আইজিপির নিম্ন পদস্থ নয় এমন পাঁচজন কর্মকর্তার মধ্যে সরকারের নিকট তিনজন পুলিশ অফিসারের একটি প্যাণেল সুপারিশ করা;

চলমান পাতা...২০

(খ) ধারা ৭ ও ১২ তে বর্ণিত কারণ ব্যতীত পুলিশ প্রধান ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের দুই বৎসরের স্বাভাবিক মেয়াদ পুর্ণ হইবার পুর্বে সরকারের নিকট কারণ উল্লেখ পুর্বক তাঁহাদের বদলীর সুপারিশ করা; উল্লেখ্য যে এইরূপ সুপারিশ করিবারপুর্বে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে হইবে;

(গ) বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তদারকি করা;

(ঘ) প্রকাশনার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসের মধ্যে প্রত্যেক পুলিশ ইউনিট হইতে নির্ধারিতভাবে একটি সাধারণ প্রতিবেদন জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরণ করণ নিশ্চিত করা;

(ঙ) নিম্নরূপ তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকার ও সংসদের নিকট পেশ করা

(অ) কমিশনের বাৎসরিক কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ;
(আ) ইউনিটগুলির কর্মকান্ডের একটি প্রতিবেদন;
(ই) দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর একটি প্রতিবেদন।

(চ) পুলিশ, ফৌজদারী মামলা র" জুকরণ, কারাগার এবং প্রবেশন বিষয়ক আইন ও কার্যবিধির, আধুনিকায়ন ও সংস্কারের সুপারিশ করা;

(ছ) পুলিশ নীতি নির্ধারনী গ্র" পের প্রস্তাবাবলী বিবেচনা করিয়া সরকার সমীপে সুপারিশ পেশ করা।

৪৫। জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যের মেয়াদ-

(১) একজন সদস্যের সদস্যপদের মেয়াদ হইবে ৪ বৎসর যদি না তিনি মেয়াদ শেষ হওয়ার পুর্বে ইস্তফা প্রদান করেন বা পদ হইতে অপসারিত হন।

(২) কোন সদস্যই দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৩) কমিশনের সভায় উপস্থিতির জন্য বিধিমতে সদস্যদের ভ্রমনভাতা ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান করা হইবে।

(৪) বিধি অনুযায়ী নিরপেক্ষ সদস্যদের সম্মানী প্রদান করা হইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশে যাহা বর্ণিত আছে তাহার অতিরিক্ত কোন ভাতা, সুযোগ সুবিধা বা সেবা পুলিশ কমিশন সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। পুলিশ কমিশনের সদস্যগণ এই অধ্যাদেশ বা এতদসংক্রান্তে প্রণীত বিধিতে বর্ণিত সুবিধাদি ব্যতীত কোনো গাড়ী বা সুবিধাদি পুলিশ সার্ভিস হইতে গ্রহন করিবেন না।

(৬) বিধি সাপেক্ষে কোন বিশেষ কাজের জন্য বা পুলিশ ব্যবস্থাপনায় বা পুলিশী ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কমিশনের যে কোনো সদস্যকে বিশেষ ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে।

৪৬। সদস্যদের অপসারণ-

নিম্ন বর্ণিত কারণে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্তানুযায়ী জাতীয় পুলিশ কমিশনের কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাইবেঃ

(ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব না থাকিলে;
খ) শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা বা অসুস্থতায় ভুগিলে;
(গ) অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইলে;
(ঘ) কমিশনে উপস্থাপিত কোন বিষয়ে তাঁহার স্বার্থ থাকার বিষয় গোপণ করিলে;

চলমান পাতা...২১

(ঙ) ফৌজদারী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হইলে;

(চ) দেউলিয়া বা ঋণ খেলাপী বা কর ফাঁকিদাতা ঘোষিত হইলে;

(ছ) কমিশনের সুখ্যাতি নষ্ট করিলে বা দুর্নাম করিলে;

(জ) কমিশনের নিকট গ্রহনযোগ্য যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে।

৪৭। সভার মাধ্যমে কার্য পরিচালনা-

(১) জাতীয় পুলিশ কমিশনের কাজকর্ম সভার মাধ্যমে পরিচালনা করা হইবে।

(২) চেয়ারপারসন কর্তৃক অথবা তিন জন সদস্যের তলবানায় সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) কমিশনের অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম পুর্ণ করিবে।

(৪) কার্যসুচীসহ অন্ততঃপক্ষে এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়া প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন সময় আহবানকৃত সভায় সদস্যগণ উপস্থিত থাকিবেন। তবে প্রতি তিন মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি সভা হইতে হইবে এবং ন্যুনপক্ষে ২৪ ঘন্টার স্বল্প নোটিশে জর" রী সভা আহবান করা যাইবে।

(৫) কোন বিষয়ে সদস্যদের ভোট সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইলেই কেবল চেয়ারপারসন স্বীয় ভোট প্রয়োগ করিবেন, অন্যথায় নয়।

(৬) কমিশনের সিদ্ধান্তসমহ মেজরিটি (Majority) ভোটেই গৃহীত হইবে।

(৭) পুলিশ কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী জনগণের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে।

(৮) বিশেষ কোন বিষয়ে পরামর্শের জন্য কমিশন যে কোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

(৯) স্বীয় কার্যাদি পরিচালনার জন্য পুলিশ কমিশন ইহার কার্যবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৮। ধারা ৬৯ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত পুলিশ গবেষণা ব্যুরো জাতীয় পুলিশ কমিশনের সচিবালয় হিসাবে কাজ করিবে।

চলমান পাতা...২২

পঞ্চম অধ্যায়

মেট্রোপলিটন ও নগর (Urban) পুলিশি ব্যবস্থা

৪৯। মেট্রোপলিটন পুলিশ সংগঠন প্রতিষ্ঠা-

সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকা বা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে গুর" ত্বপুর্ণ বৃহৎ নগর এলাকার জন্য বিদ্যমান মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের মত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫০। আইন ও অর্থ উপদেষ্টা নিয়োগ-

সরকার প্রত্যেক পুলিশ কমিশনারকে অর্থ ও আইন বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন অর্থ উপদেষ্টা এবং এক বা একাধিক আইন উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫১। জন জীবন ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর আসন্ন বিপদ বা ভয়ভীতি প্রতিরোধ-

জন জীবন ও সম্• দ এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি আসন্ন বিপদ বা ভয়ভীতি প্রতিরোধকল্পে কমিশনার বা অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসার জীবানুভিত্তিক (Biological), রাসায়নিক বা অন্য কোন বিপজ্জনক দ্রব্যের দখলদার বা নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তিকে স্• ষ্টভাবে বর্ণিত কোন কাজ করা বা না করার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

৫২। বিশেষ আমর্ড পুলিশ ইউনিট প্রতিষ্ঠা- সরকার পুলিশ প্রধানের সহিত আলোচনা-পরামর্শক্রমে দাঙ্গা বা উশৃঙ্খল জনতা নিয়ন্ত্রন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজনে দাঙ্গা পুলিশ স্কোয়াডসহ বিভিন্ন আমর্ড পুলিশ ইউনিট গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদানসহ মানবাধিকারের প্রতি সম্মান সুচক ও আইন সংগত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৫৩। রাস্তায় সন্দেহজনক ব্যক্তি বা যানবাহন তলাশী করার ক্ষমতা-

যখন কোন পুলিশ অফিসার এইরূপ সন্দেহ করিবে যে কোন রাস্তায় বা গণবিনোদনস্থলে কোন ব্যক্তি বা যানবাহন এমন কোন দ্রব্য বহন করিতেছে যাহা বেআইনীভাবে প্রাপ্ত বা দখলকৃত অথবা যাহা কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইতে পারে তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বা যানবাহনে তল্লাশী করিতে পারিবেন, এবং যদি ঐ ব্যক্তি বা ঐ যানবাহন দখলকারীর বক্তব্য তাহার নিকট মিথ্যা বা সন্দেহজনক মনে হয় তবে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ দ্রব্য আটক করিয়া নির্ধারিত ফরমে একটি রশিদ ইস্যু করিবেন এবং ঐ ঘটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইবেন যিনি ঐ ব্যক্তির বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতকে অনুরোধ করিবেন।

চলমান পাতা...২৩

৫৪। জর" রী সাড়া প্রদান ব্যবস্থা- ধারা ৪৯ এর অধীনে ঘোষিত প্রত্যেক এলাকার জন্য সরকার যথেষ্ট যোগাযোগ সুবিধা, টহল গাড়ীর নেটওয়ার্ক ও প্রয়োজনীয় অর্থায়নে সুসজ্জিত একটি নিয়ন্ত্রন কক্ষ স্থাপন করিবে, যাহা দ্র" ততম গতি ও সর্বো" চ দক্ষতার সহিত যে কোন জর" রী অবস্থা মোকাবেলা করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিবে।

৫৫। দাঙ্গা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্কীম- সরকার বা পুলিশ প্রধানের নির্দেশনায় পুলিশ কমিশনার দাঙ্গা নিয়ন্ত্রন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক স্কীম প্রণয়ন করিবেন এবং নিয়মিতভাবে উহা হালনাগাদ করিবেন।

৫৬। পুলিশী ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহন-

(১) পুলিশী ব্যবস্থায় জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করিবার জন্য পুলিশ কমিশনার প্রতি এলাকা বা এলাকাসমুহ, কলোনী বা বস্তিসমুহের জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য "নাগরিক পুলিশী কমিটি" গঠন করিবেন। এই কমিটিতে ঐ এলাকার অধিবাসীদের মধ্য হইতে সকল স্তর, পেশা ও নারী প্রতিনিধিত্বকারী উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য থাকিবে। সদস্যগণ প্রশ্নাতীত সততা ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হিসাবে এলাকায় সুপরিচিত থাকিবেন এবং জন নিরাপত্তার প্রতি তাঁহাদের অবিচল আগ্রহ, প্রতিশ্র" তি ও দায়বদ্ধতা থাকিবে। এই কমিটির উদ্দেশ্য হইবে জনগণের জীবন, সম্• দ, মান সম্মান রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ ও ইহার উন্নতি বিধান।

(২) নাগরিক পুলিশী কমিটির সহায়তায় পুলিশ ঐ এলাকায় বিদ্যমান ও সম্ভাব্য সমস্যাবলী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করিবে এবং পুলিশী কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং এইরূপ অন্য কোন নির্ধারিত কার্য্য সম্• াদনে কমিটির সম্• ৃক্ততা ও সহায়তা নিশ্চিত করিবে।

(৩) নাগরিক কমিটির মাধ্যমে পুলিশ নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিতভাবে পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপ সম্• র্কে জনগণকে অবহিত করিবে এবং এই দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যমে পুলিশী ব্যবস্থা সম্• র্কে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকিবে।

(৪) অন্তত:পক্ষে তিন মাসে একবার এবং প্রয়োজনে আরো ঘন ঘন এই নাগরিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংশিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাগন ও এই সভাগুলিতে উপস্থিত থাকিবেন।

৫৭। উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুলিশের পরামর্শ-

কোন এলাকায় বড় ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা (যেমন আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা রাস্তাঘাট, ব্রিজ নির্মাণ(ট্যুরিষ্ট রির্সট) গ্রহনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই পুলিশ কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিবেন । পুলিশ কমিশনার এলাকার নিরাপত্তা বিধান, চলাচল ব্যবস্থা ও অন্যান্য পুলিশী কর্মকান্ডের উপর ঐ সকল উন্নয়ন কাজের প্রতিক্রিয়া, প্রতিফল ও প্রভাব নিরূপন করিবেন । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পুলিশ কমিশনারের এতদ্সংক্রান্ প্রস্তাবসমহূকে যথাযথ বিবেচনান্তে পরিকল্পনাসমহূ চুড়ান্ত করিবে।

চলমান পাতা...২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ সমুহ

৫৮। পুলিশ প্রধান, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য জনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ সমহ মোকাবেলায় সাধারণ নির্দেশাবলী ও দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করিবেন।

৫৯। পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ইউনিট প্রধানগণ স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা (SOP) প্রণয়ন করিবেন।

৬০। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা ও সংশোধন করা যাইবে।

৬১। বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা গঠন-

পুলিশ প্রধানের অনুরোধক্রমে সরকার কোন এলাকাকে বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে, যদি ঐ এলাকার নিরাপত্তা বিদ্রোহ, সন্ত্রাস, সশস্ত্র কর্মকান্ড বা সংগঠিত অপরাধ গ্র" প বা সন্ত্রাসী ও অস্ধারীদের কর্মকান্ডের কারণে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। প্রকাশ থাকে যে, এইরূপ ঘোষণামুলক প্রজ্ঞাপন উহা জারীর ছয় মাসের মধ্যে সংসদে অথবা জারীর পর প্রথম সংসদে, যাহা আগে ঘটিবে, অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। আরো প্রকাশ থাকে যে সংসদ কর্তৃক অনুসমর্থিত না হইলে এইরূপ প্রজ্ঞাপন দুই বৎসরের বেশী সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে না।

৬২। পুলিশ প্রধান প্রত্যেক বিশেষ নিরাপত্তা এলাকা বা বলয়ের জন্য উপযুক্ত আদেশ, নিয়ন্ত্রন ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্বলিত উপযুক্ত পুলিশ কাঠামো গঠন করিবেন।

৬৩। বিশেষ নিরাপত্তা এলাকায় কর্মরত পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পালনীয় স্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনা সম্বলিত আদেশ পুলিশ প্রধান কর্তৃক জারী করা হইবে।

৬৪। সরকার পুলিশ প্রধানের সুপারিশক্রমে এবং কারণসমুহ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন বিশেষ নিরাপত্তা এলাকায় কোন অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বিষাক্ত, রাসায়নিক, জীবানু (Biological) বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ, উৎপাদন, বিক্রি, মজুদ বা হস্ত গতকরণ, বা অর্থায়ন বা যে কোন প্রকার প্রচারণা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে, যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে ঐ সকল দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, অর্থ ইত্যাদির ব্যবহার ঐ এলাকার অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি স্বর" প।

চলমান পাতা...২৫

৬৫। ধারা ৬৪ তে বর্ণিত কর্মকান্ড, যাহা অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বা জন শৃঙ্খলাকে প্রভাবিত করিতে পারে, উহার নিয়ন্ত্রন এবং প্রতিরোধে কোন বিশেষ নিরাপত্তা এলাকার জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৬। জনগনের অংশগ্রহন

অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বা জন শৃঙ্খলার সমস্যাবলী কার্যকরভাবে মোকাবেলা করিতে জনগণ ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রধান নাগরিক পুলিশ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সমস্যাবলী নিয়ন্ত্রন বা প্রতিরোধে জনগণের অংশগ্রহন ও মানবাধিকার রক্ষাকল্পে দিক নির্দেশনা জারী করিতে পারিবেন।

চলমান পাতা...২৬

সপ্তম অধ্যায়

মানব সম• দ উন্নয়ন

৬৭। পুলিশ প্রধান যুগোপযোগী ও কার্যকর পুলিশ প্রশিক্ষণ নীতি প্রণয়ন করিবেন। পুলিশ ষ্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী পুলিশ সম•্ক্ত যে কোন বিষয়ে স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারিবে।

৬৮। বিভিন্ন র‍্যাংক বা পদে পুলিশ সদস্যদের পদোন্নতি এবং বিভিন্ন দায়িত্বে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ফলাফল যথাযথ গুর" ত্ব প্রদান করা হইবে।

৬৯। সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে একটি পুলিশ গবেষণা ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যুরো পুলিশের কাজ সম• াদনের মান ও দক্ষতার উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষনা ও বিশ্লেষন করিবে। পুলিশী ব্যবস্থার সহিত সম•্ক্ত বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা ও গবেষণার জন্য পুলিশ প্রধান যে কোন খ্যাতি সম• ন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সহিত অর্থায়নসহ যে কোনো সহযোগিতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবে।

৭০। পুলিশ গবেষণা ব্যুরোর দায়িত্ব

(ক) অত্র ব্যুরো পুলিশের যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ, চিকিৎসা- আইন শাস্ □অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা পোষাক বা গিয়ার (Protective gears), দাপ্তরিক ও আবাসিক নিবাসন বা স্থাপনা এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পুলিশী ব্যবস্থার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী গুর" ত্বপর্ণ□কর্ম- কৌশল ও পরিকল্পনা প্রনয়ন করিবে।

(খ) পুলিশ ব্যবস্থাপনা এবং চাকুরী জীবনের উন্নয়ন (Career Planing) সংক্রান্ত গবেষনা ;

(গ) বিদ্যমান পুলিশী ব্যবস্থার পর্যালোচনা এবং কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম• র্কে প্রস্তাব রাখা;

(ঘ) বিভিন্ন একাডেমী, প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সহিত সমন্বয় সাধন;

(ঙ) যে সকল যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি বা নিয়মাবলী সফলভাবে বিদেশী পুলিশ সংস্থাসমুহে প্রবর্তন করা হইয়াছে সেইগুলি বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষেত্রে সংগতিপুর্ণভাবে প্রবর্তন করা যাইবে কিনা তাহা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা;

(চ) নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে পুলিশ সম• র্কে জনগণের ধারণা/প্রতি" ছবির মুল্যায়ন এবং সেই সম• র্কিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া তাহা পুলিশ প্রধান ও সরকারের নিকট পেশ করা;

(ছ) জাতীয় পুলিশ কমিশনের স্থায়ী সচিবালয় হিসাবে কাজ করা; এবং

(জ) সরকার ও পুলিশ প্রধান কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সম• াদন করা।

চলমান পাতা...২৭

অষ্টম অধ্যায়

পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ

৭১। পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা- বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের বির" দ্ধে আনীত গুর" তর অভিযোগের তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার "পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ"(অতঃপর অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বলিয়া অভিহিত) প্রতিষ্ঠা করিবে।

৭২। কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ-

মানবাধিকার বাস্তবায়নের প্রতি প্রতিশ্র" তিবদ্ধ এবং উন্নত সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম• ন্ন পাঁচ জন সদস্যকে লইয়া অভিযোগ কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যাহাদের সংগঠন নিম্ন র" প হইবে:

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা খ্যাতিসম• ন্ন জাতীয় পর্যায়ে অবস্থান (National repute of standing) ও সুখ্যাতিসম• ন্ন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন;

(খ) পুলিশের মহাপরিদর্শক বা অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক পদমর্যাদার একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার;

(গ) সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা অতিরিক্ত সচিব; এবং

(ঘ) সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যাহাদের একজন মহিলা হইবেন।

৭৩। সদস্য মনোনয়ন-

(১) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্য মনোনয়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন প্যাণেল থাকিবে, যাহা নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম সদস্য, যিনি কমিশনের চেয়ারপারসন হইবেন।

(খ) দুর্নীতি দমন কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য; এবং

(গ) সরকারী কর্ম কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য।

(২) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সর্বো" চ ছয় মাসের মধ্যে সিলেকশন প্যানেল গঠিত হইবে এবং গঠনের এক মাসের মধ্যে উহা অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান করিবে।

(৩) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য পদ খালি হওয়ার পর যথাশীঘ্র সম্ভব (সর্বো" চ তিন মাসের মধ্যে) শুন্য পদ পুরণ করিতে হইবে।

(৪) কমিশনের সদস্য নির্বাচনে/মনোনয়নে সিলেকশন প্যাণেল স্ব" ছতা অবলম্বন করিবে।

চলমান পাতা...২৮

৭৪। অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্য মনোনয়নের মাপকাঠি ও শর্তাবলী-

(১) পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ যথেষ্ট জ্ঞান, পারদর্শী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হইবেন।

(২) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সদস্যদের নিয়োগ সার্বক্ষনিক বা খন্ডকালীন হইতে পারিবে।

(৩) কোন সদস্য তিন বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য নিযুক্ত হইবেন না।

(৪) চেয়ারপারসন বা কোন সদস্য দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য উপযুক্ত হইবেন না।

৭৫। অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী-

(ক) জাতীয় পুলিশ কমিশন অথবা কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হইতে কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে কাজে অবহেলা বা বাড়াবাড়ি বা অন্য কোন অসদাচরণ সম্বলিত লিখিত অভিযোগ গ্রহন।

(খ) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অভিযোগ কর্তৃপক্ষ সাধারন মানের অভিযোগগুলি উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করিবে এবং গুর" তর প্রকৃতির অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

(গ) রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা ইউনিট প্রধান হইতে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু, ধর্ষণ বা মারাত্মক আঘাত সম• র্কিত প্রতিবেদন গ্রহন এবং এইরূপ ঘটনা বা দুর্ঘটনার সাক্ষ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন। উল্লেখ থাকে যে, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু এবং ধর্ষন জনিত অপরাধ সমহ গোচরীভূত হওয়ায় সাথে সাথে অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে অবহিত করা সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানের জন্য বাধ্যতামুলক ।

(ঘ) গুর" তর ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য একজন জিলা ও দায়রা জজকে নিয়োগ দানের জন্য প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করা।

(ঙ) উপযুক্ত ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে উ" চতর র‍্যাংক বা পদের একজন পুলিশ অফিসারকে তদন্তকারী অফিসার হিসাবে নিয়োগ দিয়া তদন্ত প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করা।

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করিয়া তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহন এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম• র্কে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করার জন্য যথাযথ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান।

(ছ) যথাশীঘ্র সম্ভব অভিযোগকারীকে তদন্তের ফলাফল সম• র্কে লিখিতভাবে অবহিত করণ।

(জ) অনু" ছদ (চ) অনুযায়ী প্রেরিত কোন তদন্ত প্রতিবেদনের উপর প্রদত্ত আদেশ সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ প্রদানকারী অফিসারের পরবর্তী উ" চতর কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য প্রেরণ করিবে এবং প্রয়োজনে সর্বশেষ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে।

(ঝ) মিথ্যা, তু" ছ বা হয়রানিমলক মামলার/নালিশের জন্য নালিশকারীর বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

(ঞ) কোন তদন্তকারী অফিসারের বির" দ্ধে তদন্তকার্য্যে ই" ছাকৃত অবহেলা বা তদন্তকে ভুল পথে পরিচালনা করার জন্য তাহার বির" দ্ধে শৃঙ্খলাজনিত শাস্তিমলক ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা।

(ট) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা / কর্মচারী অসদুপায় অবলম্বন বা উদ্দেশ্যমলক ভাবে কোনো কার্য সম• াদন করিলে বা উদ্যোগ গ্রহন করিলে তাহার বির" দ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম• র্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন এবং তাহা সংসদে উপস্থাপন করার জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ। কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যে কোন গুর" ত্বপুর্ণ বা ব্যতিক্রমী বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবে।

(ড) অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বিচারাধীন কোন বিষয়ের উপর কোন অভিযোগ গ্রহন করিবে না।

৭৬। **সাচিবিক সহায়তা** - পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অধীনে গঠিত শৃঙ্খলা শাখা অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে ইহার কার্য সম• াদনে সকল সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৭৭। **সদস্যদের অপসারণ-**

পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের চেয়ারপারসন ও সদস্যদের অপসারণের পদ্ধতি জাতীয় পুলিশ কমিশনের সদস্যদের অনুর" প হইবে।

৭৮। **অভিযোগকারীর অধিকার-**

(১) অভিযোগকারী কোন পুলিশ সদস্যের বির" দ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ বিভাগীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ অথবা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এমন কোন অভিযোগ গ্রহন করিবে না যাহার বিষয়বস্তু আদালত বা অন্য কোন কমিশনে পরীক্ষাধীন আছে।

(৩) বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগের ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত বিলম্ব হইলে অভিযোগকারী তদন্তের যে কোন পর্যায়ে তাহা অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ (অভিযোগ কর্তৃপক্ষ বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ) তদন্তের অগ্রগতি সম• র্কে সময়ে সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করিবে। তদন্ত ও বিভাগীয় প্রসিডিং শেষে উহার উপসংহার ও গৃহীত চুড়ান্ত ব্যবস্থা সম• র্কে যথাশীঘ্র সম্ভব অভিযোগকারীকে অবহিত করা হইবে।

(৫) বিভাগীয় তদন্তের ফলাফল সম• র্কে অভিযোগকারী যদি এই কারণে অসন্তুষ্ট হয় যে তদন্তে তাঁহাকে যথাযথ শুনানীর সুযোগ না দিয়া বিচার প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নীতি লংঘিত হইয়াছে তাহা হইলে উপযুক্ত নির্দেশের জন্য তিনি অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

চলমান পাতা...৩০

৭৯। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীর অধিকার-

অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী উভয়েরই সমান অধিকার থাকিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের পছন্দমত আইনী পরামর্শ গ্রহন করিতে পারিবেন।

৮০। পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী এজেন্সীর কর্তব্য-

(১) সকল পুলিশ অফিসার ও কর্তৃপক্ষ পুলিশ সদস্যদের অসদাচরণের অভিযোগসমুহ (যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে) অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে অভিযোগ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্তব্য সম• াদনে যুক্তিযুক্ত প্রয়োজনে যেই সকল তথ্যাদি চাহিবে সকল পুলিশ ইউনিট প্রধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সী তাহা সরবরাহ করিবে।

(৩) আইনগত কর্তব্য সম• াদনের ক্ষেত্র ব্যতীত কেহ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটাইলে বা খাটাইবার চেষ্টা করিলে তিনি জরিমানা বা সর্বো" চ এক বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮১। প্রশিক্ষণ বিষয়াবলী-

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত সদস্যগণকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে -

(ক) বিভাগীয় তদন্ত সম•্ক্ত কৌশলগত ও আইনী বিষয়াবলী;

(খ) মানবাধিকার লংঘনের ধরণ সমুহ এবং

(গ) তাঁহাদের কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন আইন বা বিধি বিধান।

চলমান পাতা...৩১

নবম অধ্যায়

আচরণ ও শৃঙ্খলা

৮২। **আচরণ বিধি-** (১) পুলিশ সদস্যের আচরণের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী সম• র্কে পুলিশের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের নিমিত্ত পুলিশ প্রধান "আচরণ বিধি" জারী করিবেনঃ

(ক) চলাচলের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রন ও তলাশী করার আইনগত ক্ষমতা;

(খ) খানা তলাশী ও সম• দ জব্দ করা;

(গ) মানবাধিকার প্রতিপালন;

(ঘ) গ্রেফতার, আটকাবস্থা, চিকিৎসা ও ইন্টারভিউ এবং

(ঙ) পুলিশ অফিসার কর্তৃক ব্যক্তি সনাক্তকরণ।

৮৩। **পুলিশ ট্রাইবুনাল-**

কোন পুলিশ সদস্য ধারা ৮৭ এ বর্ণিত কোন অপরাধ বা এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কোনো বিধান লংঘন করিলে পুলিশ ট্রাইবুনালে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

৮৪। **পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠন, ইত্যাদি-** (১) সিনিয়র র‌্যাংক অফিসারের অপরাধ বিচারের উদ্দেশ্যে পুলিশ ট্রাইবুনাল নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) অতিরিক্ত মহা- পুলিশ পরিদর্শক - চেয়ারপারসন; এবং

(খ) অন্যূন পুলিশ সুপার র‌্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার - সদস্য।

প্রকাশ, অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ সুপার বা সিনিয়র পুলিশ সুপার র‌্যাংকের হইলে (খ) অনু" ছদের সদস্যের র‌্যাংক হইবে উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ র‌্যাংকের হয় তাহা হইলে (খ) অনু" ছদের সদস্য হইবেন অতিরিক্ত মহা -পুলিশ পরিদর্শক এবং সিনিয়র অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক ট্রাইবুনালের চেয়ারপারসন হইবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত পুলিশ ট্রাইবুনাল, পুলিশ প্রধান কর্তৃক গঠিত হইবে এবং ট্রাইবুনালকে সহায়তা করিতে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সহকারী পুলিশ সুপার বা কোর্ট ইন্সপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) জুনিয়র র‌্যাংক অফিসারের অপরাধ বিচারের উদ্দেশ্যে পুলিশ ট্রাইবুনাল নিম্নরূপে গঠিত হইবেঃ

(ক) সিনিয়র পুলিশ সুপার বা পুলিশ সুপার - চেয়ারপারসন; এবং

(খ) অন্যূন সহকারী পুলিশ সুপার - সদস্য।

পুলিশ প্রধান কর্তৃক এই ট্রাইবুনাল গঠিত হইবে এবং ট্রাইবুনালকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ প্রধান হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন সহকারী পুলিশ সুপার বা একজন কোর্ট ইন্সপেক্টর নিয়োজিত থাকিবেন। পুলিশ প্রধান সুনির্দিষ্ট ও লিখিত আদেশের মাধ্যেমে অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক এর নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তাকে ট্রাইবুনাল গঠনের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবেন ।

চলমান পাতা...৩২

৮৫। পুলিশ ট্রাইবুনাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোন পুলিশ সদস্যকে নিম্নের যে কোন একটি শাস্তি দেওয়া হইবেঃ

(ক) পদাবনতি;
(খ) বাধ্যতামুলক অবসর;
(গ) অপসারণ; এবং
(ঘ) বরখাস্□

৮৬। পুলিশ ট্রাইবুনালের রায়ের বির" দ্ধে আপীল-

(১) পুলিশ ট্রাইবুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রায়ের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে (ক) সিনিয়র র‍্যাংক অফিসারের ক্ষেত্রে সরকারের নিকট এবং (খ) জুনিয়র র‍্যাংক অফিসারের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রধানের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) পুলিশ ট্রাইবুনাল বা উহার আপীল কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা রায়ের বির" দ্ধে কোন আদালত বা ট্রাইবুনালে আপীল করা যাইবে না।

৮৭। পুলিশ **ট্রাইবুনালে বিচার্য্য বিষয়-**

নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমুহ সহ আচরণবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের জন্য একজন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইবে অথবা পুলিশ ট্রাইবুনালে বিভাগীয় মামলা করা যাইবে।

(ক) কর্তব্যে অবহেলা;
(খ) অবাধ্যতা বা ঔদ্ধত্বপুর্ন আচরণ;
(গ) অননুমোদিত অনুপস্থিতি বা কর্মে ফাঁকি
(ঘ) কাপুর" ষতা
(ঙ) ক্ষমতার অপব্যবহার; এবং
(চ) একজন অফিসারের জন্য অশোভনীয় কোন কাজ।

৮৮। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার-

এই অধ্যাদেশের অধীন কোন অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য নিজে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন এবং তাহার ইউনিটের কোন সিনিয়র বা জুনিয়র র‍্যাংকের অফিসার অথবা একজন আইনজীবীর সহায়তা গ্রহন করিতে পারিবেন।

৮৯। পুলিশ প্রধান একই সময়ে অনেকগুলি পুলিশ ট্রাইবুনাল গঠন করিতে পারিবেন। পুলিশ প্রধান অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের লিখিত আদেশ না পাইলে পুলিশ ট্রাইবুনাল এই অধ্যাদেশের অধীন বিভাগীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহন করিতে পারিবে না। লিখিত আদেশ প্রাপ্তির পর ট্রাইবুনাল নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

চলমান পাতা...৩৩

৯০। বিভাগীয় মামলা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের দন্ড বা শাস্তি-

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদের একজন পুলিশ অফিসার যে পুলিশ অফিসারের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এইর" প অধীনস্থ পুলিশ অফিসারকে নিম্নলিখিত যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেনঃ

(ক) পদাবনতি;
(খ) বাধ্যতামূলক অবসর;
(গ) চাকুরী হইতে অপসারণ; অথবা
(ঘ) বরখাস্ত।

(২) পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ র‍্যাংকের একজন পুলিশ অফিসার তাঁহার অধীনস্ত জুনিয়র র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসারকে নিম্নলিখিত যে কোন শাস্ি□প্রদান করিতে পারিবেনঃ

(ক) বেতন হ্রাস
(খ) বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ;
(গ) পদোন্নতি স্থগিতকরণ;
(ঘ) ভর্ৎসনা বা তিরস্কার;
(ঙ) মৌখিক সতর্কতা;
(চ) উপদেশ; বা
(ছ) সাজা প্যারেড অতিরিক্ত গার্ড বা ক্লান্তিকর কর্তব্য;

প্রকাশ থাকে যে উপধারা (ছ) এ উল্লেখিত শাস্তিগুলি কেবল কনস্টেবলদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হইবে।

(৩) একজন সহকারী পুলিশ সুপার, সার্জেন্ট বা তদনিম্ন একজন পুলিশ অফিসারকে উপধারা (২) এর (ঘ), (ঙ) (চ), বা (ছ) এ উল্লেখিত যে কোন একটি শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) বিভাগীয় বিধি লংঘনের জন্য কোন পুলিশ অফিসার উপধারা (১), (২) বা (৩) এ উল্লেখিত কোন শাস্তি ঐ ঘটনায় কৃত তাহার বির" দ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যক্রমকে বারিত করিবে না ।

৯১। দন্ডাদেশের বির" দ্ধে আপীল- ধারা ৯০ এ কোন অফিসারের বির" দ্ধে শাস্তির আদেশ হইলে তাহার বির" দ্ধে নিম্নোক্তভাবে আপীল করা যাইবে

(ক) পুলিশ প্রধান কর্তৃক শাস্তির আদেশ প্রদত্ত হইলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট আপীল হইবে

(খ) পুলিশ প্রধানের অধঃস্তন কোন অফিসার কর্তৃক দন্ডাদেশ প্রদত্ত হইলে আদেশ প্রদানকারী অফিসারের নিকটতম উর্ধতন র‍্যাংকের অফিসারের নিকট আপীল হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এ ধারা লঘু দন্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৯২। **শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি-** সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান পুলিশ ট্রাইবুনাল, বিভাগীয় মামলা বা প্রসিডিং এবং আপীল পদ্ধতি সম• র্কিত বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন। চলমান পাতা...৩৪

৯৩। **পুলিশ অফিসারগণের কর্তব্যকাল**

ছুটিতে না থাকিলে বা সাময়িক বরখাস্ত না হইলে প্রত্যেক অফিসার এই অধ্যাদেশের সকল উদ্দেশ্যের জন্য সর্বদা কর্তব্যরত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং দেশের যে, কোন অংশে তাহাকে যে কোন সময় কর্তব্যে নিয়োজিত করা যাইবে।

৯৪। **কর্তব্য পরিহার বা ইস্তফা-**

(১) পুলিশ সুপার বা তদুর্ধ পদের কোনো কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসার স্বীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করিবেন না।

ব্যাখ্যা- ছুটির কারণে অনুপস্থিত কোন পুলিশ অফিসার যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ছুটি শেষে কাজে যোগদানে ব্যর্থ হইলে এই ধারামতে তিনি তাঁহার দাপ্তরিক কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) উর্ধতন উপরস্থ অফিসারের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান ব্যাতিরেকে কোন পুলিশ অফিসারকে তাঁহার দাপ্তরিক কর্তব্য হইতে ইস্তফা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে না ।

প্রকাশ থাকে যে ইস্তফার কাংখিত তারিখের অন্ততঃ এক মাস পুর্বে এই র" প নোটিশ না দিলে ইস্তফা নোটিশ গ্রাহ্য করা হইবে না।

৯৫। **জুনিয়র র‍্যাংকের সদস্যদের অন্য কর্মে নিয়োজিত হওয়া-**

জুনিয়র র‍্যাকের কোন পুলিশ সদস্য, তাহার পুলিশী কর্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পেশা হিসাবে অন্য কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন

৯৬। সাময়িক বরখাস্ত□

এই অধ্যাদেশ ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে যে কোন পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত□করা যাইবে।

দশম অধ্যায়

কল্যান

৯৭। কল্যান-

(১) পুলিশ সদস্যদের সর্বাধিক কল্যানের ব্যবস্থা করণে পুলিশ প্রধানকে উপদেশ ও সহায়তা প্রদানের জন্য একটি পুলিশ কল্যান ব্যুরো (অতঃপর "ব্যুরো" নামে অভিহিত) প্রতিষ্ঠা করা হইবে, যাহার প্রধান হিসাবে থাকিবেন ন্যূনপক্ষে অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন অফিসার।

(২) নিম্নবর্ণিত কল্যানমূলক পদক্ষেপসমূহের পরিবীক্ষন ও ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(ক) পুলিশ সদস্যগণ ও তাহাদের নির্ভরশীলদের জন্য চাকুরীকালীন ও অবসরকালীন বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা স্কীম;

(খ) কর্তব্য সম্পাদনকালে আঘাত পাইলে বা শরীরের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

(গ) আবাসন/গৃহায়ন;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের উপর নির্ভরশীলদের বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদান;

(ঙ) সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম্পাদনকালে আদালতে মামলায় অভিযুক্ত বা জড়িত পুলিশ সদস্যদের উপযুক্ত আইনী সুবিধাদি প্রদান;

(৩) বিধিতে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য লইয়া ব্যুরো গঠিত হইবে। পুলিশ প্রধান যথাসম্ভব পুলিশের সকল র‍্যাংক হইতে ব্যুরো সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) ব্যুরো পুলিশ কল্যান সম্পর্কিত রীতিনীতি ও নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে এবং বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের কল্যান কার্যাদি পরিবীক্ষন করিবে।

(৫) কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী/ নিহত পুলিশ সদস্যদের উপর নির্ভরশীল এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের লাভজনক নিযুক্তির উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যুরো সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

(৬) পুলিশ কল্যান সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনে একটি পুলিশ কল্যান তহবিল সৃষ্টি করা হইবে, যাহা ব্যুরোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনে থাকিবে। নিম্নবর্ণিত দুইটি উপাদানের সমন্বয়ে তহবিলটি গঠিত হইবেঃ

(ক) সরকারী,সরকার অনুমোদিত বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুদান; এবং
(খ) পুলিশ সদস্যদের চাঁদা।

চলমান পাতা...৩৬

৯৮। পুলিশ প্রধানের ক্ষমতা-

পুলিশ প্রধান ব্যুরোর সহিত পরামর্শক্রমে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেনঃ

(ক) মৃত্যু, মারাত্মক আঘাত, দুরারোগ্য ব্যধি / মানসিক বৈকল্যের ক্ষেত্রে যে কোন পুলিশ সদস্যকে বা তাহার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(খ) সমাজে পুলিশের ভাবমর্ত্তির উৎকর্ষ সাধন করে বিশেষ কৃতিত্বপুর্ণ কার্য সম• াদনে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে, কোন পুলিশ ইউনিট বা শাখাকে উহার সদস্যদের সাহসিকতার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

(গ) কোন পুলিশ ইউনিট বা শাখাকে উহার সদস্যদের খেলাধলা, সাংস্কৃতিক বা নিয়মিত কর্তব্য দায়িত্বের অতিরিক্ত অন্যান্য গঠনমলক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৯৯। অভিযোগ (Grievances) ব্যবস্থাপনা ঃ

(১) পুলিশ সদস্যদের দাপ্তরিক সমস্যা বা অভিযোগ বা দুঃখ কষ্টের প্রতিকারের জন্য পুলিশ প্রধান একটি ন্যায়নিষ্ঠ, স্ব" ছ এবং অংশীদারীত্ব ভিত্তিক পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপযুক্ত মনে করিলে পুলিশ প্রধান যে কোন পুলিশ সদস্যের সমস্যা বা অভিযোগ প্রতিকারের কোন আবেদন জাতীয় পুলিশ কমিশনে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং কমিশন উক্ত সমস্যা বা অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থাদি সম• র্কে যথাযথ সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৩) পুলিশ কমিশন সমস্যা বা অভিযোগের আবেদনগুলি বিশ্লেষণপর্বক উহার কারণসমহ এবং পুলিশ সদস্যদের মনোবল ও দক্ষতার উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম• র্কে কমিশনের বক্তব্য ইহার বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

চলমান পাতা...৩৭

একাদশ অধ্যায়

পুলিশ পলিসি গ্র“ প

১০০। প্রতিষ্ঠা- সরকারের অনুমোদনক্রমে পুলিশ প্রধান পুলিশ পলিসি গ্র“ প প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১০১। সদস্য মনোনয়ন- নিম্নবর্ণিত পুলিশ অফিসারদের সমন্বয়ে পুলিশ পলিসি গ্র“ প গঠিত হইবেঃ

(ক) পুলিশ প্রধান চেয়ারপারসন;

(খ) রেক্টর, পুলিশ ষ্টাফ কলেজ;

(গ) স্ে• শাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‌্যাব, রেলওয়ে পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ এর প্রধানগণ;

(ঘ) সকল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;

(ঙ) সকল রেঞ্জ পুলিশ অফিসার ;

(চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী;

(ছ) মহাপরিচালক, পুলিশ গবেষণা ব্যুরো- সদস্য সচিব; এবং

(জ) পুলিশ প্রধান কর্তৃক মনোনীত অন্য যে কোন পুলিশ অফিসার।

১০২। পুলিশ পলিসি গ্র“ পের ভূমিকা ও কার্যাদি - পুলিশ পলিসি গ্র“ পের কার্যাদি নিম্নর“ প হইবে ঃ

(ক) পুলিশ সদস্যদের পেশাগত মান, নৈতিকতা ও দক্ষতা, স্ব” ছতা, জবাবদিহিতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী উন্নয়নে জাতীয় পুলিশ কমিশন, পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ গবেষণা ব্যুরোর সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয়;

(খ) মানব স¤• দ উন্নয়ন ও পুলিশের কর্মকান্ডে উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি স¤• র্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করা:

(গ) অপরাধ নিয়ন্ত্রন ও অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা স¤• র্কে একটি সামগ্রিক ও সুসমন্বিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকারের অন্যান্য এজেন্সীর সহিত কার্যকর সমন্বয় বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ স¤• র্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা ও পরিচালন (Operational) ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্থায়ী কর্ম-পদ্ধতি(Standing Operating Procedure) প্রবর্তন করা; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন কর্তব্য।

১০৩। সভার কার্য পরিচালনা-

(১) বৎসরে পুলিশ পলিসি গ্র“ পের ন্যূনপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সদস্য সচিব স্বয়ং অথবা পুলিশ প্রধানের ই” ছানুযায়ী সভা আহবান করা হইবে।

(২) মোট সদস্যের অর্ধেকের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে। প্রতিনিধির মাধ্যমে সভায় উপস্থিতি গ্রহনযোগ্য হইবে না ।

(৩) উপস্থিত জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) পুলিশ পলিসি গ্র“ পের পরামর্শের জন্য যে কোন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রন জানাইতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

জন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা

১০৪। বিদ্যমান অবস্থানুযায়ী প্রয়োজন হইলে জিলা পুলিশ প্রধান অথবা তৎকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নে নয় এমন একজন পুলিশ অফিসার ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ধারা ২৬৮ হইতে ২৯৪বি এ উল্লেখিত জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, শান্তি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, শালীনতা, সুযোগ-সুবিধা সংশিষ্ট অপরাধসমহ প্রতিরোধকল্পে এবং জনশৃঙ্খলা সংরক্ষণে যথোপযুক্ত আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

১০৫। **জনগণকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা-** বিধি সাপেক্ষে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে একজন পুলিশ অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

(ক) রাস্তায় বা সড়কে শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশে অংশগ্রহনকারী ব্যক্তিদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ কল্পে;

(খ) শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশকালে, উপাসনার সময় উপাসনালয়ের আশে পাশে, রাজপথ, রেলপথ, বিনোদন কেন্দ্র, জনগনের জন্য উন্মুক্ত ও জনাকীর্ণ স্থানে প্রতিবন্ধকতা রোধকল্পে; এবং

(গ) রাস্তাঘাট, মসজিদ, গির্জা, মন্দির বা অন্যান্য উপসনালয় বা বিনোদন কেন্দ্র অতিরিক্ত জনাকীর্ণ হইলে তথায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে ।

১০৬। **জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রনে লাইসেন্স-**

(১) জিলা পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন জনসমাবেশ বা শোভাযাত্রা করা যাইবে না।

(২) বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজনানুযায়ী জিলা পুলিশ প্রধান উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সে সড়ক, জনপথ, রাস্তাঘাট ও উন্মুক্ত জায়গায় জন সমাবেশ ও শোভাযাত্রা সংঘটনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং শোভাযাত্রা কখন কোন্ রাস্তা দিয়া যাইবে, তাহাও নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৩) জনস্বার্থে প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিলে জিলা পুলিশ প্রধান সড়ক ও জনপথ, রাস্তাঘাট ও উন্মুক্ত জায়গায় গান বাজনা নিয়ন্ত্রণ এবং উন্মুক্ত স্থানে মাইক বা অন্য কোন শব্দযন্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শর্ত সম্বলিত লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন ।

(৪) যে কোন সমাবেশে বা জনসভায় বা বিনোদন স্থলে জনগণের প্রবেশ ও নির্গমণ জিলা পুলিশ প্রধান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন; এবং

(৫) জেলা পুলিশ প্রধান সামাজিক শান্তি সংরক্ষণে ও বিশৃঙ্খলা, উত্তেজনা বা গোলযোগ প্রতিরোধও জনসাধারনের অধিকার সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত লাইসেন্সে অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

প্রকাশ, লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত পেশকালে অথবা লাইসেন্স ইস্যু করিবার সময় কোন ফিস ধার্য্য বা গ্রহন করা যাইবে না।

চলমান পাতা...৩৯

১০৭। লাইসেন্স সংক্রান্ত শর্তাবলী ভঙ্গের ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা-

(১) ধারা ১০৬ অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন শর্ত লংঘিত হইলে জিলা পুলিশ প্রধান, অতিরিক্ত বা সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ ইন্সপেক্টর বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জনসাবেশ বা শোভাযাত্রা বন্ধ করা এবং জনতাকে ছত্রভংগ বা ঐ স্থান ত্যাগ করার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশ উপধারা (১) মতে প্রদত্ত আদেশ অস্বীকার বা লংঘন করিলে উহা কোডের সংজ্ঞানুযায়ী বেআইনী সমাবেশ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০৮। নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা-

(১) জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হইলে তিনি একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট শহর বা গ্রাম এলাকায় সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নোটিশের মাধ্যমে অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে ঐ এলাকায় অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি, বল্লম, বন্দুক, ছুরি, লাঠি বা অন্য যে কোন বস্তু যাহা সহিংসতা সৃষ্টিতে ব্যবহার্য্য এবং কোন বিস্ফোরক বা করোসিভ দ্রব্য পরিবহনে, পাথর বা মিসাইল বা মিসাইল নিক্ষেপকারী কোন যন্ত্র বহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত কোন অস্ত্রশস্ত্র বা সহিংসতায় ব্যবহার্য অন্য কোন দ্রব্যাদি নিয়া কোন ব্যক্তি উপরোক্ত এলাকায় প্রবেশ করিলে কোন পুলিশ অফিসার ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তাহার নিকট হইতে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি জব্দ করিতে পারিবেন।

১০৯। বিনোদনস্থলে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা-

(১) জিলা পুলিশ প্রধানকে পুর্বে অবহিত না করিয়া কোন সমাবেশ করা যাইবে না।

(২) জনগণের জন্য উম্মুক্ত কোন গণবিনোদনস্থলে বা কোন গণ সভা সমাবেশে আগত জনগণের নিরাপত্তা বিধানে ও আইনভংগ বা মারাত্মক বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধে তথায় উপস্থিত সার্জেন্ট বা তদুর্ধ র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসার, আইনসংগত বিধিবিধান সাপেক্ষে, সভা পরিচালনা ও সভায় আগত লোকদের আগমন/নির্গমণ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সকলেই ঐ নির্দেশ মানিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) উপধারা (১) ও (২) এর বিধান ও তদধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্তব্যরত প্রত্যেক পুলিশ অফিসার এর যে কোন গণবিনোদনস্থলে বা গণসমাবেশে অবাধ প্রবেশ অধিকার থাকিবে।

চলমান পাতা...৪০

১১০। রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি-

ন[ন]পক্ষে সহকারী ইন্সপেক্টর পদের কোন পুলিশ অফিসার কোন জর" রী অবস্থা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে যে কোন রাস্ত াঘাট বা উন্মুক্ত স্থানে জনগণ বা যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

১১১। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা যানবাহন তল্লাশী করার ক্ষমতা-

কোন রাস্তায় বা অবকাশ কেন্দ্রে কোন পুলিশ অফিসার যুক্তিসংগতভাবে যদি এইরূপ সন্দেহ করে যে কোন ব্যক্তি বা যানবাহন বেআইনী কোন দ্রব্য বহন করিতেছে যাহা কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বা যানবাহনে তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যক্তি বা যানবাহনের দখলকারীর বক্তব্য তাঁহার নিকট মিথ্যা বা সন্দেহজনক মনে হইলে তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং যানবাহনে বহনকৃত সন্দেহজনক দ্রব্যাদি জব্দ করিতে পারিবেন এবং তাহার বির" দ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনকল্পে আদালতকে অনুরোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত ঘটনা সম• র্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে কোন মহিলার দেহ তল্লাশী করিতে হইলে তাঁহার মানসম্ভ্রমের প্রতি কঠোরভাবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া শালীনতার সহিত অন্য কোন মহিলা দ্বারা তল্লাশী চালাইতে হইবে।

চলমান পাতা...৪১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা

১১২। শান্তি রক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন-

(১) কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বা এই অধ্যাদেশের কোন বিধান কার্যকর করণে বা কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ সম• র্কিত অন্য কোন আইনের বিধান পালনার্থে অথবা পুলিশের উপর আরোপিত অন্য কোন কর্তব্য সম• াদনার্থে পুলিশ কমিশনার বা রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধান পুলিশ প্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিবেন।

(২) বিধি সাপেক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের খরচ আবেদনকারী বহন করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে নিয়োজিত অতিরিক্ত পুলিশ প্রত্যাহারের জন্য এক সপ্তাহের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিলে আবেদনকারী উহার খরচ বহন হইতে অব্যহতি লাভ করিবে।

(৪) উপরোক্ত ব্যয় পরিশোধ সম• র্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে জিলা পুলিশ প্রধান বিষয়টি পুলিশ প্রধানের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং পুলিশ প্রধানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

১১৩। আয়োজকদের খরচে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন-

(১) যখন জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হইবে যে- (ক) কোন স্থানে বিশেষ বা বড় ধরণের কোন কাজ চলিতেছে বা গণবিনোদন ব্যবস্থা বা এমন কোন ঘটনা সংঘটিত হইতেছে যাহাতে অনেক লোকের সমাগমের ফলে যানবাহন বা লোক চলাচল বিঘ্নিত হইতে পারে, অথবা (খ) রেলপথ, খাল বা অন্যান্য সরকারী কার্য্যে, বা নির্মাণাধীন/চালু কোন কারখানা বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সম• র্কে যুক্তিযুক্ত উৎকণ্ঠা হইতে অতিরিক্ত পুলিশ কাজে লাগানো প্রয়োজন তখন তিনি যত সময়ের জন্য প্রয়োজন বা সমীচীন মনে করিবেন তত সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(২) বিধি সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের খরচ আয়োজক বা পর্ত্রী বা অবকাঠামো বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বহন করা হইবে।

১১৪। আনসার, গ্রাম পুলিশ, ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োগ- পুলিশের সহায়তার প্রয়োজন হইলে সরকার কর্তৃক প্রয়োজন অনুসারে আনসার, গ্রাম পুলিশ এবং ব্যাটালিয়ন আনসার নিয়োজিত করা আইনসংগত হইবে এবং এইরূপে নিয়োজিত আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল এবং ব্যাটালিয়ন আনসারগন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনে থাকিবে।

১১৫। বেআইনী সমাবেশ সংক্রান্তে□ক্ষতিপুরণ-

বেআইনী জনসমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কৃত কোন কর্মের ফলে যদি কোন সম• দের ক্ষতি সাধিত হয় বা কোন লোকের মৃত্যু ঘটে বা কেউ মারাত্বক আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আদালত উক্ত ক্ষতি, মৃত্যু বা আঘাতের ক্ষতিপুরণের অংক নির্ধারণ করিতে পারিবে যাহা বেআইনী সমাবেশে সমবেত লোকজন যথাসম্ভব সমষ্টিগতভাবে পরিশোধ করিবে। কিন্তু ইহা তাহাকে ফৌজদারী অপরাধ হইতে দায়মুক্ত করিবে না।

১১৬। ধারা ১১২ ও ১১৩ এর অধীনে আদায়যোগ্য অর্থ-

ধারা ১১২ ও ১১৩ মোতাবেক প্রদেয় অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

১১৭। আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা-

ধারা ১১২ ও ১১৩ এর অধীন প্রদেয় ও আদায়কৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হইবে।

১১৮। পুলিশের নিকট মিথ্যা বক্তব্য- কোন সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন পুলিশ অফিসারের নিকট মিথ্যা বা মূলতঃ বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখিলে ঐ ব্যক্তি অনুর্ধ ছয় মাসের কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১৯। পুলিশ ইউনিফরম সদৃশ পোষাক পরা নিষিদ্ধ-

(১) যদি পুলিশ প্রধান বা পুলিশ কমিশনার বা রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধানের নিকট সন্তোষ-জনকভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সমিতি বা সংগঠনের কোন সদস্যের জনসমক্ষে পরিহিত পোষাক পুলিশ ইউনিফরম সদৃশ তবে বিশেষ আদেশবলে তিনি উক্ত ব্যক্তি বা সংগঠনের সদস্য কর্তৃক পোষাক পরা বা প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা- জনগণের জন্য উন্মুক্ত কোন জায়গায় উপধারা (১) এ বর্ণিত পোষাক পরা বা প্রদর্শন করা হইলে তাহা জনসমক্ষে পরিহিত বা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১২০। ক্যাম• , প্যারেড নিয়ন্ত্রণ- জিলা পুলিশ প্রধান জননিরাপত্তা সংরক্ষণের স্বার্থে পুলিশ সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ বা ক্যাম• , প্যারেড বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহনে সহায়তা প্রদানকল্পে বিশেষ আদেশবলে সমগ্র জিলা বা উহার কোন অংশে সকল প্রকার সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

১২১। গ্রাম পুলিশের উপর জিলা পুলিশ প্রধানের কর্তৃত্ব- বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গ্রাম পুলিশের উপর জিলা পুলিশ প্রধানের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা আইনসংগত হইবে।

চতুর্দশ অধ্যায়
অপরাধ ও শাস্তি

১২২। ধারা ১০(২) এ চিহ্নিত কোন অপরাধ বা বেআইনী কাজের শাস্তি হইবে ছয় মাস হইতে দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড বা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড।

১২৩। পশু বা যানবাহন দ্বারা রাস্তায় ক্ষয়ক্ষতি বা বিপদ সৃষ্টি করা- নির্ধারিত বিধি বিধান লংঘন করিয়া কেহ কোন রাস্তায় বা উম্মুক্ত স্থানে অবহেলাপূর্ণ বা বিপজ্জনকভাবে গাড়ী চালানো বা কাঠ, পোল বা অন্যান্য অতিস্থুলকায় বেসামাল দ্রব্য বহনকারী পশু বা যানবাহন চালানোর মাধ্যমে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদসংকেত (alarm) সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১২৪। রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি- কোন ব্যক্তি কোন ব্যস্ত□ও সকলের জন্য উম্মুক্ত সড়ক, জনপথ, রাস্তা, বা খোলা জায়গায় নিম্নবর্ণিত কোন একটি কার্য করিয়া যাত্রী বা আশে পাশের অধিবাসীদের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি, বিপদ, বিরক্তি বা অসুবিধার উদ্রেক করিলে তিনি অনুর্ধ পাঁচ হাজার টাকা অথবা অনুর্ধ তিন মাসের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং যে কোন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে ঐ ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজতে নিতে পারিবেনঃ

(ক) পশু জবাই, পশুর মৃতদেহ পরিস্কার, বিপজ্জনকভাবে কোন পশুর উপর সওয়ার হওয়া বা উহাকে চালানো, ঘোড়া বা অন্য পশুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া;

(খ) নিষ্ঠুরভাবে কোন পশুকে মারপিট করা, অত্যাচার বা অপব্যবহার করা;

(গ) মালামাল বা যাত্রী উঠানামার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কোন পশু বা যানবাহনকে রাস্তার উপর রাখা অথবা জনগণের অসুবিধা বা বিপদ হয় এমনভবে কোন যানবাহন ফেলিয়া যাওয়া;

(ঘ) রাস্তায় বিক্রীর পশরা সাজানো/প্রদর্শন করা;

(ঙ) রাস্তায় ময়লা, আবর্জনা, রাবিশ, পাথর, নির্মাণ সামগ্রী ফেলা বা জমানো, গর" র/ঘোড়ার ঘর বা দোকান তৈরী করা এবং বাড়ী, কারখানা, গোবরস্তুপ ইত্যাদি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ রাস্তায় ফেলা;

(চ) মদ্যপ, মারমুখী বা বেসামাল অবস্থায় রাস্তায় উপদ্রব করা;

(ছ) অশালীন ব্যবহার, ই" ছাকৃত ও অশালীনভাবে দেহ প্রদর্শন, দৃষ্টি কটু দৈহিক বৈকল্য ও রোগাক্রান্ত দেহাংশ প্রদর্শন, পায়খানা প্রশাব করা, অনির্ধারিত পানির ট্যাংক বা জলাধারে গোসল করা বা হাত পা ধৌত করা;

(জ) পুকুর, জলাধার, ট্যাংক, কুপ বা অন্যান্য বিপজ্জনক স্থানে বেড়া বা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না দেওয়া বা অবহেলা করা;

(ঝ) অন্য কোনভাবে রাস্তাঘাটে প্রতিবন্ধকতা, বিরক্তি বা উপদ্রব সৃষ্টি করা।

১২৫। **দেওয়ালে নোটিশ লাগানো-** মালিক বা অবস্থানকারীর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন দেওয়াল, দালান বা অন্যান্য স্থাপনা বিবর্ণ/বিকৃত করিবে না বা তথায় বিজ্ঞাপন, নোটিশ ইত্যাদি লাগাইবে না বা দেওয়াল চিত্র অংকন করিবে না।

চলমান পাতা...৪৪

১২৬। **পোষা প্রানী দ্বারা অনিষ্ট সাধন** - কোন রাস্তা বা সড়কে বা জনসাধারণের জন্য উম্মুক্ত কোন স্থানে অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত কোনো কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রানীকে কোন পুলিশ অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে হেফাজতে লইতে পারিবে।

(ক) কোন পোষা পশু প্রানীকে ই" ছাকৃতভাবে বা অবহেলা করিয়া ছাড়া অবস্থায় রাখা যাহা অন্যের জন্য বিপদ, অনিষ্ট, বিরক্ত ও ভীতি সঞ্চার করিতে পারে;

(খ) মুখবদ্ধ ছাড়া হিংস্র পোষা প্রানীকে মুক্ত অবস্থায় রাখা; অথবা

(গ) অন্য প্রানী বা মানুষকে আক্রমন করিবার উদ্দেশ্যে পোষা প্রানী ছাড়া/মুক্ত অবস্থায় রাখা।

১২৭। **ধারা ১২৩, ১২৫ ও ১২৬ এর অপরাধের শাস্তি-** ধারা ১২৩, ১২৫ ও ১২৬ এর বিধান লংঘন করার অপরাধে কোন ব্যক্তি সর্বো" চ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে অনুর্ধ ত্রিশ দিনের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে।

১২৮। **বিশৃঙ্খল আচরণে সম্মতি প্রদান-** কোন বিনোদন কেন্দ্র বা অবকাশ কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক জ্ঞাতসারে তথায় বিশৃঙ্খল আচরণ বা জুয়া খেলা, বা অন্য কোন অপরাধমুলক কাজ সংঘটিত হইতে অনুমতি বা নীরব সম্মতি দিলে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১২৯। **ধারা ১০৪ এর আদেশ লংঘনের শাস্তি-**

যে কেহ ধারা ১০৪ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশের কোন বিধান অথবা ধারা ১০৬ এর অধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের কোন শর্ত লংঘন করিবে বা লংঘনে সহায়তা করিবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩০। **ধারা ১০৫, ১০৮ ও ১০৯ লংঘনের শাস্তি-**

(১) যে কেহ ধারা ১০৫ ও ১০৯ এর অধীনে কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিবে, অমান্য করিবে বা উহার বিরোধিতা করিবে বা উহার সহিত সংগতি রক্ষায় ব্যর্থ হইবে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) যে কেহ ধারা ১০৮ এর উপধারা (১) এর অধীনে প্রণীত প্রজ্ঞাপন বা আদেশ লংঘন করিবে তাঁহাকে তিন মাস হইতে দুই বছর মেয়াদের কারাদন্ড এবং এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

১৩১। **ধারা ১১৯ ও ১২০ লংঘনের শাস্তি-** যে ব্যক্তি ধারা ১১৯ ও ১২০ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশ লংঘন করিবে তিনি তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩২। **প্রতারণা করিয়া পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ লাভের শাস্তি-** যে কেউ পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য/বিবরণ বা মিথ্যা/জাল দলিল ব্যবহার করিবে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

চলমান পাতা...৪৫

১৩৩। প্রথম অপরাধে সতর্কতা-

জিলা পুলিশ প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বা তদুর্ধ র‍্যাংকের কোন পুলিশ অফিসার ১২৩ হইতে ১২৬ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ প্রথমবার সংঘটন করার ক্ষেত্রে অপরাধীকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতকে অনুরোধ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়বার উক্ত অপরাধ সংঘটন করিলে অপরাধীকে নির্ধারিত শাস্তির অন্ততঃ অর্ধেক শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

১৩৪। পানির উৎস কলুষিত করা-

যদি কেউ জনগণের ব্যবহার্য পানির কুপ, ট্যাংক, জলাধার, পুকুর, বা নদীর কোন অংশ, ঝরনা, নালা ও পানি সরবরাহের উৎস বা উপায় কলুষিত করে, এইরূপে যে উহা নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া যায়, তবে সেই ব্যক্তি অনুর্ধ ছয় মাসের কারাদন্ড বা সর্বো" চ ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৫। মিথ্যা অগ্নি সংকেত-

যে কেহ কোন পুলিশ সদস্যকে মিথ্যা জানা সত্ত্বেও অগ্নিসংকেত প্রদান করে বা করায় তিনি অনুর্ধ তিন মাসের কারাদন্ড বা অনুর্ধ পনের হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৬। ধারা ১১০ এর আদেশ লংঘনের শাস্তি- যে কেউ ধারা ১১০ এর অধীনে প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিবে অথবা লংঘনে সহায়তা করিবে তিনি অনুর্ধ তিন মাসের কারাদন্ড বা দশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৭। পুলিশ ইউনিফরম ব্যবহারের শাস্তি- পুলিশ সদস্য নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি অনুমোদন ব্যতীত পুলিশ ইউনিফরম বা দেখিতে তদ্র" প কোন পোষাক বা পুলিশ ইউনিফরমের বিশেষ চিহ্ন বহনকারী কোন পোষাক বা উহার অংশ পরিধান করে তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ তিন বৎসরের কারাদন্ড বা এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৮। তু'' ছ বা বিরক্তিকর নালিশের শাস্তি- কোন পুলিশ সদস্যের বির" দ্ধে কোন অভিযোগ পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের তদন্তে তু" ছ বা বিরক্তিকর প্রতীয়মান হইলে অভিযোগকারী তিন মাসের কারাদন্ড বা বিশ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩৯। ধর্তব্য অপরাধ- কোডে যাহাই থাকুক না কেন ১৩৪ হইতে ১৩৮ ধারাধীন অপরাধসমুহ বিচারার্থে গ্রহন করা হইবে।

১৪০। অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা- এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ সমহের বিচার কোডে বিধৃত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে করিবার এখতিয়ার আদালতের থাকিবে।

চলমান পাতা...৪৬

পঞ্চদশ অধ্যায়
বিবিধ

১৪১। থানায় সাধারণ ডায়েরী সংরক্ষণ-

নির্ধারিত ফরমে ছাপানো কাগজে বা ইলেকট্রনিক ফরমে প্রত্যেক থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী সংরক্ষণ করিতে হইবে। একজন পুলিশ অফিসার যাহা যথাযথ মনে করিবেন এমন সব ঘটনা উহাতে রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করা হইবে। পুলিশের কাজে যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপের বিবরন ও এই সাধারন ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

১৪২। জননিরাপত্তা তহবিল-

(১) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে সরকার একটি জননিরাপত্তা তহবিল গঠন করিতে পারিবে, যাহা মুলতঃ নিম্নবর্ণিত অনুদান ও দানে সংগঠিত হইবেঃ

(ক) সরকার, স্থানীয় সরকার, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকার স্বীকৃত বেসরকারীসংস্থাসমূহ (এনজিও), আন্তর্জাতিক ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান;

(২) ট্রাফিক জরিমানা হিসাবে আদায়কৃত অর্থের অর্ধেক সরকার জননিরাপত্তা তহবিলে জমা দিতে পারবে।

(৩) এই তহবিল কখনও অবসিত হইবে না।

(৪) এই তহবিলের জমা খরচের সঠিক হিসাব থাকিবে, যাহা প্রতি অর্থ বৎসরে অডিটর জেনারেল বা মহা হিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করা হইবে।

(৫) এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিবিধান সাপেক্ষে পুলিশ প্রধানের সার্বিক তত্ত্বধানে জননিরাপত্তা তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৬) জননিরাপত্তা তহবিল নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবেঃ

(ক) থানায় পুলিশ কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান এবং জনগণের জন্য সুবিধাদির প্রবর্তন ও উন্নয়ন;

(খ) ট্রাফিক পুলিশসহ সকল পুলিশের সেবার মান উন্নয়ন; এবং

(গ) ভালোভাবে কর্তব্য সম• াদনের জন্য পুলিশ সদস্যদের পুরস্কৃত করা।

১৪৩। ভারপ্রাপ্ত বা স্থলাভিষিক্ত অফিসারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা-

পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ পুলিশ প্রধান বা জিলা পুলিশ প্রধানের অনুপস্থিতিতে যিনি উপযুক্ত নিয়োগ কর্তৃপক্ষের আদেশে ঐ পদে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত হইবেন তিনি এই অধ্যাদেশে রেঞ্জ পুলিশ অফিসার বা জিলা পুলিশ প্রধানের সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রয়োগ ও সম• াদন করিবেন।

চলমান পাতা...৪৭

১৪৪। সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম• াদনের কারণে কোন পুলিশ অফিসার দন্ডিত হইবেন না-

এই অধ্যাদেশে বা বলবৎ অন্য কোন আইনে বা তদধীন প্রণীত বা প্রদত্ত কোন বিধিবিধান, আদেশ বা নির্দেশনাধীন আরোপিত কর্তব্য বা প্রদত্ত কর্তৃত্ব অনুসরণে সরল বিশ্বাসে সম• াদিত কোন কাজের জন্য কোন পুলিশ অফিসার কোন দন্ডে দন্ডিত হইবেন না বা কোন ক্ষতিপুরণ প্রদান করিবেন না।

১৪৫। পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে মামলা- সরকার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার কর্তৃক অথবা অনুরূপ কোন অফিসারের পুর্ব অনুমোদনের ভিত্তিতে লিখিত প্রতিবেদন (যাহাতে অপরাধ সম•ৃক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ থাকিবে) ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে আনীত অভিযোগ সম• র্কে কোন ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহন করা যাইবে না।

১৪৬। কর্তব্যের আবরণে কৃত কাজের বির" দ্ধে ছয় মাসের মধ্যে মামলা- নালিশী কাজ সংঘটনের তারিখ হইতে অথবা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এর নিকট অভিযোগ দায়ের করার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দায়ের করা না হইলে কোন আদালত কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে এই অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃত্ব প্রয়োগে বা কর্তব্য সম• াদনকালে অথবা কর্তব্যের আবরণে কৃত কোন অন্যায় বা অপরাধের অভিযোগে কোন মামলা গ্রহন করিবে না।

১৪৭। ১৪৬ ধারাধীন মামলায় দুই মাসের নোটিশ-

(১) ১৪৬ ধারায় কোন পুলিশ অফিসারের বির" দ্ধে মামলা করিতে হইলে অভিযোগকারী/বাদী কর্তৃক অভিযোগের যথেষ্ট বর্ণনাসহ দেওয়ানী কার্য্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮০ ধারানুযায়ী দুই মাসের নোটিশ দিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদেয় নোটিশের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্য্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮০ ধারার বিধান প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে প্রযোজ্য হইবে।

১৪৮। লাইসেন্স ও অনুমতিপত্রে শর্তাবলী নির্দিষ্টকরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্রে এলাকা, সময়, বাধা-নিষেধ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্তাবলী নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে।

১৪৯। লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র বাতিলকরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র, প্রাপক কর্তৃক উহার বাধা-নিষেধ বা শর্তাবলী লংঘন বা পরিহার করা হইয়াছে এই মর্মে তাহার প্রতি নোটিশ জারীর পর অথবা উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সম• র্কিত কোন অপরাধে তিনি সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর উক্ত লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল করা যাইবে।

চলমান পাতা...৪৮

১৫০। লাইসেন্স বাতিলকরণের পর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সবিহীন বলিয়া গণ্য হইবেন-

কোন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বাতিল করা হইলে অথবা উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে উক্ত বাতিলকরণ আদেশ প্রত্যাহার বা লাইসেন্সের মেয়াদ নবায়ন না করা পর্যন্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত বক্তি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র বিহীন গন্য হইবেন।

১৫১। পুলিশ অফিসারের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স উপস্থাপন বা প্রদর্শন-

লাইসেন্স বলবৎ থাকাকালীন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের চাহিদানুযায়ী যে কোন যুক্তিযুক্ত সময়ে লাইসেন্স উপস্থাপন বা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫২। গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ধরণ-

এই অধ্যাদেশের অধীন কোন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইলে তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্তৃপক্ষের বিবেচনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত দুই বা ততোধিক উপায়ে প্রকাশ ও প্রচার করিতে হইবেঃ

(ক) একাধিক সুদৃশ্য স্থানে নোটিশ লাগাইয়া/ঝুলাইয়া দেওয়া;

(খ) ঢোল শহরতের মাধ্যমে ঘোষণা করা;

(গ) প্রিন্ট এবং অথবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে।

১৫৩। কর্তৃপক্ষের সম্মতির প্রমাণ-

যখন এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কিছু করা বা না করা, বা কোন কিছুর বৈধতা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি, অনুমোদন, ঘোষণা, মতামত বা সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরকৃত কোন কাগজ বা দলিল, যাহা উপরোক্ত সম্মতি, অনুমোদন, ঘোষণা, মতামত বা সন্তুষ্টি বুঝায়, উহার প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৫৪। নোটিশে স্বাক্ষর ও সীলমোহরের ব্যবহার- এই অধ্যাদেশ বা তদধীন কোন বিধিমতে কোন লাইসেন্স, অনুমতিপত্র, নোটিশ বা অন্য কোন দলিলে (সমন, ওয়ারেন্ট ও তল্লাশী ওয়ারেন্ট ব্যতীত) জিলা পুলিশ প্রধানের সহি মোহরের প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে ফ্যাকসিমিলি সহি মোহর থাকিলে উহাকেই সঠিক সহি মোহর বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৫৫। কোন বিধি বা আদেশ বাতিল, পুর্বানুবৃত্তি (Reverse) বা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন-

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বা প্রদত্ত কোন বিধি বা আদেশ, যাহা দ্বারা জনগণ বা তাহাদের বিশেষ কোন শ্রেণীকে কোন কিছু করিতে বা না করিতে বলা হয়, অথবা বিবৃতিমতে তাহাদের বা তাহাদের অধীনস্তদের আচরণ বা চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে, বেআইনী, নিপীড়ণমুলক বা অযৌক্তিক হওয়ার কারণে আগ্রহী কোন ব্যক্তি উহা বাতিল, পুর্বানুবৃত্তি বা পরিবর্তনের জন্য উক্ত আদেশ বা বিধি প্রণয়নকারী কতৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

প্রকাশ থাকে যে সরকার উপরোক্ত আদেশ বা বিধি পুনর্বিবেচনা করিবার এখতিয়ার প্রয়োগ করিবে।

চলমান পাতা...৪৯

১৫৬। সরকারের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা-

এই অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর করার জন্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৫৭। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা-

(১) পুলিশ প্রধান বিভিন্ন সময়ে এই অধ্যাদেশ বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নয় এমন প্রবিধান ও আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারণ প্রয়োগ ক্ষুন্ন না করিয়া প্রবিধানমালায় নিম্নলিখিত বিষয়াবলী বিশেষভাবে অন্তর্ভূক্ত থাকিবেঃ

(ক) প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসহ পুলিশের মানব সম• দ ব্যবস্থাপনা;

(খ) পুলিশ সদস্যদের নিকট সরবরাহযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবার" দ ও সাজসরঞ্জামের প্রাধিকার নির্ধারণ ।

(গ) পুলিশ সদস্যদের চৌকষ আচরণ;

(ঘ) পুলিশ সদস্যদের আবাসন, অব-কাঠামো, মেসিং সুবিধাদি;

(ঙ) পুলিশের সাধারণ প্রশাসন, অপারেশন, গোয়েন্দা তথ্যাদি সংগ্রহ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা; এবং

(চ) কর্তব্যে অবহেলা ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং পুলিশের কর্মকান্ডে সার্বিক শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার ও শালীনতা সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন।

১৫৮। বিধিমালা ও প্রবিধানমালার প্রজ্ঞাপন-

এই অধ্যাদেশের অধীন প্রত্যেকটি বিধি ও প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হইবে।

১৫৯। অন্য আইনে মামলা করার ক্ষমতা অপরিবর্তিত-

কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে বিধানসাপেক্ষে তাহার বির" দ্ধে মামলা করা যাইবে।

১৬০। সংশোধনের ক্ষমতা-

পুলিশ প্রধান হইতে লিখিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে সরকার এই অধ্যাদেশের যে কোন বিধান সংশোধন বা পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহন করিবে।

১৬১। রহিতকরণ ও সংরক্ষণ-

(১) পুলিশ আইন, ১৮৬১ (অতঃপর 'ঐ আইন' নামে অভিহিত) এতদ্বারা রহিত করা হইল। তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) ঐ আইনে বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমতে বিধি প্রণয়ন, নিয়োগদান, ক্ষমতা অর্পন, আদেশ, সম্মতি, অনুমতি বা লাইসেন্স প্রদান, সমন বা ওয়ারেন্ট বা তল্লাশী পরোয়ানা জারীকরণ, গ্রেফতার, আটক ও জামিনে বা বন্ডে মুক্তি, জামিন বন্ড বাজেয়াপ্তকরণ, দন্ড প্রদান ইত্যাদি যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহা এই অধ্যাদেশের সহিত সংগতিপুর্ণ হইলে এই অধ্যাদেশের অধীন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) ঐ আইন বা অন্য কোন আইনের প্রতি সকল রেফারেন্স এই অধ্যাদেশের অনুরূপ বিধানের প্রতি রেফারেন্স হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) ঐ আইনের রহিতকরণ সত্ত্বেও নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী অপরিবর্তিত থাকিবেঃ

(ক) ঐ আইনের অধীন যাহা কিছু করা হইয়াছে বা বিনা বাধায় সংঘটিত হইয়াছে তাহার বৈধতা, অবৈধতা, কার্যকরতা ও ফলাফল;

(খ) অধিকার, বিশেষ সুবিধা, দায়-দেনা, যাহা ঐ আইনের অধীন অর্জিত, উপচিত বা গৃহীত হইয়াছে;

(খ) ঐ আইনের অধীন কৃত কোন কাজ বা অপরাধের শাস্তি বা দন্ড, বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(গ) উপরোক্ত অধিকার, বিশেষ সুবিধা, দায়-দেনা, দন্ড-শাস্তি সম• র্কে কোন তদন্ত, মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিকার;

এবং উপরোক্ত তদন্ত, মামলা-মোকদ্দমা বা প্রতিকার দায়ের করা, চালাইয়া যাওয়া ও কার্যকর করা যাইতে পারে এবং উপরোক্ত দন্ড, শাস্তি বা বাজেয়াপ্তকরণ আরোপ করা যাইতে পারে, যেন ঐ আইন রহিত করা হয় নাই;

(ঘ) ঐ আইনে কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষ সমীপে র" জুকৃত ও বিচারাধীন কোন মামলা-মোকদ্দমা এবং এইরূপ মামলা-মোকদ্দমা হইতে উদ্ভূত কোন আপীল বা রিভিশন র" জু করা, চালাইয়া যাওয়া বা নিম• ন্ন করা যাইবে যেন ঐ আইন রহিত করা হয় নাই।

১৬২। বিদ্যমান পুলিশ সার্ভিস এই অধ্যাদেশের অধীন সংগঠিত হইয়াছে-

১৬১ ধারার বিধানসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য কোনরূপে ক্ষুন্ন না করিয়া এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পুর্বে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্য এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সময় হইতে ইহার অধীনে সংগঠিত পুলিশ সার্ভিস বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬৩। অসংগতি দুরীকরণের ক্ষমতা-

(১) এই অধ্যাদেশের কোন বিধান কার্যকর করিতে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঐ অসংগতি দুরীকরণে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন বিবেচিত বিধান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক প্রজ্ঞাপন জাতীয় সংসদে পেশ করিতে হইবে।

চলমান পাতা...৫১

প্রথম তফসীল

(ধারা-২)

সিনিয়র ও জুনিয়র র‍্যাংকস/পদসমুহ

(১) সিনিয়র পুলিশ র‍্যাংকস/পদসমুহ

(ক) মহা-পরিদর্শক

(খ) অতিরিক্ত মহা-পরিদর্শক

(গ) উপ-মহাপরিদর্শক

(ঘ) অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক

(ঙ) সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(চ) সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(ছ) অতিরিক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(জ) সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট

(২) জুনিয়র পুলিশ র‍্যাংকস/পদসমুহ

(ক) ইন্সপেক্টর

(খ) সহকারী ইন্সপেক্টর

(গ) সার্জেন্ট

(ঘ) কনস্টেবল

চলমান পাতা...৫২

দ্বিতীয় তফসীল

(ধারা-২৭)

শপথনামা

আমি শপথ করিতেছি যে বাংলাদেশ পুলিশের একজন সদস্য হিসাবে আইন সংগতভাবে আমার উপর ন্যস্ত পেশাগত ও সরকারী দায়িত্ব-কর্তব্য আমি সঠিকভাবে সততা ও আন্তরিকতার সহিত পালন করিব। আমি সর্বদা রাষ্ট্র, সংবিধান ও আমার পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব।

আমি আরো শপথ করিতেছে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আমার উপর ন্যস্ত সকল কর্তব্য আমি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিব এবং যে কোন অবস্থায় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিব এবং দেশের সেবায় জীবন বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

তৃতীয় তফসীল

(ধারা-২৮)

সূত্র নং-..... তারিখঃ .....

নিয়োগ সার্টিফিকেট/ছাড়পত্র

২০০৭ ইং সনের পুলিশ অধ্যাদেশের ২৮ ধারা অনুযায়ী প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে জনাব/ .... কে ..... পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

পুলিশ অধ্যাদেশ অনুযায়ী উক্ত পদের একজন পুলিশ অফিসারের সকল দায়-দায়িত্ব , কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত্রইল এবং তিনি উক্ত পদের সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

তাঁহার চাকুরী- ..... ইউনিটে ন্যস্ক্রিরা হইল।

কাজে যোগদান করিবার তারিখ হইতে এই নিয়োগ কার্যকর হইবে।

সহি .....

মোহর .....

চলমান পাতা...৫৪

চতুর্থ তফসীল
(ধারা-২৯)

ক। ইন্সপেক্টর থেকে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইতেছে- (ক) অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা, (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং (গ) লিখিত পরীক্ষার ফলাফল।

২। পদোন্নতির ভিত্তি হইবে ১০০ নম্বরর মধ্যে কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত নম্বর।

৩। বিবেচ্য বিষয়গুলিতে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

৩.১। **অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা-** অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য ১০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে । পুলিশ পরিদর্শক পদে প্রতি বৎসর চাকুরীর জন্য ১ নম্বর দেওয়া হইবে। এইভাবে কেহ আট বৎসর চাকুরী করিলে জ্যেষ্ঠতা ও অভিজ্ঞতার জন্য তিনি ৮ নম্বর পাইবেন। শর্ত এই যে, পরিদর্শক পদে দশ বৎসরের বেশী চাকুরী হইলেও কেউ এই বিষয়ে ১০ নম্বরের বেশী পাইবেন না।

৩.২। **বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন-** বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য ৩০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মল্যায়ন হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়িত হইবে না। কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত নম্বর মোট ৩০ নম্বরের অনুপাতে মল্যায়ন করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে মোট ৪০০ নম্বর পাইলে তিনি ৩০ নম্বরের অনুপাতে পাইবেন ৪০০/৫০০X৩০= ২৪ নম্বর। কোন অফিসারের কোন এক বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে এবং বিধি অনুযায়ী এই না পাওয়া অবস্থা গৃহীত/অনুমোদিত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বরের অনুপাত করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ-কোন অফিসারের তিন বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর ২৪০ হইলে ৩০ নম্বরের অনুপাতে তিনি পাইবেন ২৪০/৩০০X৩০= ২৪ নম্বর।

৩.৩। **লিখিত পরীক্ষা-** সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির জন্য প্রার্থীদের নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	মোট নম্বর	পাশ নম্বর%
১।	আইন	১০০	৫০
২।	পুলিশ ও অফিস ব্যবস্থাপনা	১০০	৫০

৩।	চাকুরী বিধিমালা (ছুটি,পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা,বদলী, শৃঙ্খলা,আর্থিক বিধিসমূহ ইত্যাদি)	১০০	৫০

চলমান পাতা...৫৫

৩.৩.১। উপরোক্ত লিখিত পরীক্ষার জন্য সর্বমোট ৬০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত গড় নম্বর ৬০ এর অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমনঃ একজন অফিসার পরীক্ষায় ৭০% নম্বর পাইলে, ৬০ এর অনুপাতে তিনি পাইবেন ৭০/১০০X৬০= ৪২ নম্বর।

৪। প্রতি লঘু দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি এক বৎসর স্থগিত থাকিবে এবং প্রতি গুর“ দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি তিন বৎসর স্থগিত থাকিবে।

৫। ১০০ নম্বরের মধ্যে ৬০ নম্বর প্রাপ্ত কর্মকর্তাকেই শুধু পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হইবে।

৬। প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রম অনুযায়ী কর্মকর্তাদেরকে পরিদর্শক হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

৭। একাধিক অফিসার সমান নম্বর প্রাপ্ত হইলে বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার পদোন্নতি পাইবেন।

৮। পদোন্নতির জন্য বিবেচিত কর্মকর্তাদের সার্ভিস রেকর্ড অনুমোদনের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। পদোন্নতি প্রাপ্ত সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবে :-

(ক) পুর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসার পরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(খ) একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারদের মধ্যে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসার জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(গ) কনস্টেবল হইতে পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারের ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে ঘোষনার দিন হইতে জ্যেষ্ঠতা গণ্য করা হইবে।

১০। উপরোক্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়নে বা কোন অফিসারের প্রাপ্ত নম্বরের মুল্যায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে অথবা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে অথবা কোন বিধি সংশোধন বা প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সেই সম্• র্কে পুলিশ প্রধানের নির্দেশ বা আদেশ চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। প্রতি বৎসর জুন-জুলাই মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। সকল বিষয় একবারেই পাশ করিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। তবে একজন অফিসার একই বিষয়ে তিন বারের বেশী পরীক্ষা দিতে পারিবে না। তৃতীয়বার পরীক্ষায়ও যদি কোন অফিসার কোন বিষয়ে পাশ করিতে না পারে তবে ইহাকে তাহার অদক্ষতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে স্থায়ীভাবে সহকারী পুলিশ সুপার পদের অযোগ্য ঘোষণা করা হইবে।

খ। সহকারী পুলিশ সুপার/সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার পদ হইতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। অফিসারকে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পরিচালিত সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে।

২। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইবে- (ক) মৌলিক প্রশিক্ষণ, এবং (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন।

৩। বিবেচ্য বিষয়গুলিতে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

৩.১। বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য মোট ৬০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। কোন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মুল্যায়ন হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়িত হইবে না। কোন অফিসার কর্তৃক পাঁচ বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর এই বিষয়ে নির্ধারিত ৬০ নম্বরের অনুপাতে মুল্যায়ন করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে মোট ৪০০ নম্বর পাইলে তিনি সংরক্ষিত ৬০ নম্বরের অনুপাতে পাইবেন ৪০০/৫০০X৬০= ৪৮ নম্বর। কোন অফিসারের কোন এক বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন না পাওয়া গেলে এবং সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক এই না পাওয়া অবস্থা গৃহীত/অনুমোদিত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড়ে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সংরক্ষিত ৬০ নম্বরের অনুপাত হিসাব করা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ- কোন অফিসারের তিন বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদনে পাওয়া নম্বর ২৪০ হইলে, ৬০ নম্বরের অনুপাতে তিনি পাইবেন ২৪০/৩০০ X ৬০= ৪৮ নম্বর।

৩.২। **মৌলিক প্রশিক্ষণ-** কোন অফিসার কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী ও বাংলাদেশ জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর এই বিষয়ে সংরক্ষিত ৪০ নম্বরের অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমন- মৌলিক প্রশিক্ষণে কোন অফিসারের ৭০% নম্বর পাইলে তিনি পাইবেন ৭০/১০০X৪০= ২৮ নম্বর।

৪। প্রতি লঘু দন্ড প্রাপ্তির জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে কোন অফিসারের পদোন্নতি দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকিবে এবং প্রতি গুর" দন্ডের জন্য দন্ড প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন বৎসর স্থগিত থাকিবে।

চলমান পাতা...৫৭

৫। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য একজন অফিসারকে অন্ততঃপক্ষে ৮০% নম্বর পাইতে হইবে এবং ৮০% নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্য হইতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

৬। পদোন্নতি সম• র্কিত উপরোক্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়নে বা কোন অফিসারের প্রাপ্ত নম্বর মল্যিায়নে কোন জটিলতা দেখা দিলে বা কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে বা কোন বিধি সংশোধন বা প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সেই সম• র্কে পুলিশ প্রধানের আদেশ চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

গ। পুলিশ সুপার ও তদুর্ধ পর্যায়ের বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডার অফিসারদের পদোন্নতির পদ্ধতি-

১। পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলি হইবে- (ক) অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা, (খ) বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, (গ) মৌলিক প্রশিক্ষণ (ঘ) ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ এবং (ঙ) সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমুর্তি গঠনে অবদান।

২। বিবেচ্য বিষয়গুলির মধ্যে নম্বর বিতরণ নিম্নরূপ হইবেঃ

২.১। **অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা**- অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য মোট ৩০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। প্রতি বৎসরের চাকুরীর জন্য ১.৫ নম্বর দেওয়া হইবে। এইরূপে ১০ বৎসরের চাকুরীর জন্য একজন অফিসার ১৫ নম্বর পাইবেন। তবে কোন অবস্থাতেই অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতার জন্য কোন অফিসার ৩০ নম্বরের বেশী পাইবেন না।

২.২। **বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন-** মোট ৪৫ নম্বর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের জন্য সংরক্ষিত। একজন অফিসারের গত পাঁচ বৎসরের গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়ন করা হইবে। জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত সময়ের জন্য কোন অফিসারের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মুল্যায়িত হইবে না। বিগত পাঁচ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রাপ্ত নম্বর মোট ৪৫ নম্বরের অনুপাতে হিসাব করা হইবে। যেমনঃ কোন অফিসার গত পাঁচ বৎসরে ৪০০ নম্বর পাইলে এই আইটেমে তাহার প্রাপ্য নম্বর হইবে ৪০০/৫০০X৪৫= ৩৬ নম্বর। কোন অফিসারের এক বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পাওয়া না গেলে এবং বিধিমতে সেই অবস্থা গৃহীত হইলে অন্যান্য বৎসরের গড় নম্বরের ভিত্তিতে তাহার প্রাপ্য নম্বর ধরা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ- কোন অফিসারের যদি তিন বৎসরের প্রতিবেদন পাওয়া যায় এবং

তাহাতে তিনি যদি ২৪০ নম্বর পাইয়া থাকেন তবে উক্ত অফিসার পাইবেন ২৪০/৩০০X৪৫= ৩৬ নম্বর।

২.৩। **মৌলিক প্রশিক্ষণ-** বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী ও বাংলাদেশ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে গৃহীত মৌলিক প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরকে আনুপাতিক হারে ১০ নম্বরের মধ্যে বন্টন করা হইবে। যেমন- কোন অফিসার গড়ে উক্ত প্রশিক্ষনদ্বয়ে ৭০% নম্বর পাইলে তাহার প্রাপ্য নম্বর হইবে ৭০/১০০X১০= ৭ নম্বর।

চলমান পাতা...৫৮

২.৪। **ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ (মৌলিক প্রশিক্ষণ ব্যতীত)-** চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের জন্য ৫ (পাঁচ) নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ (এইড টু গুড ইনভেষ্টিগেশন ও বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী হইতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স) এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য কোন নম্বর প্রদান করা হইবে না। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য প্রাপ্য নম্বর নিম্নরূপঃ

(ক) অনুর্ধ ৭ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা ওয়ার্কশপ/কর্মশালা	- .২ নম্বর
(খ) ৮ হইতে ১৫ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ, সেমিনার বা ওয়ার্কশপ	- .৪ নম্বর
(গ) ১৬-৩০ দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ	- .৬ নম্বর
(ঘ) ৩১-৪৫দিনের প্রতি প্রশিক্ষণ	- .৮ নম্বর
(ঙ) ৪৫ দিনের উর্দ্ধে প্রতি প্রশিক্ষন	-১.৫ নম্বর

তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ প্রশিক্ষণের জন্য কোন অফিসার ৫(পাঁচ) নম্বরের বেশী প্রাপ্ত হইবে না ।

২.৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন অফিসার যদি কোর্স পরিচালক, সমন্বয়ক, পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসাবে প্রশিক্ষণের সহিত সংশিষ্ট থাকেন, তবে তিনি ঐ কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ প্রশিক্ষনের জন্য সংরক্ষিত নম্বর তিনি পাইবেন।

২.৬। সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমুর্তি বিনির্মাণে অবদান-

পুলিশ সুপার ও তদুর্ধ পর্যায়ের পুলিশ অফিসারের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সততা, মেধা ও পুলিশের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে কোন অফিসারের অবদানের জন্য ১০ নম্বর সংরক্ষিত থাকিবে। পুলিশ সুপার, সিনিয়র পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই বিষয়ে মূল্যায়নের জন্য পুলিশ প্রধান এর নেতৃত্বে মহা-পরিচালক (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) এবং সংশিষ্ট উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (যাঁহার অধীনে কর্মকর্তা কর্মরত আছেন) সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকিবে। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই বিষয় মূল্যায়নের জন্য পুলিশ প্রধান এর নেতৃত্বে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্ততঃপক্ষে পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি থাকিবে। একজন পুলিশ অফিসারের মুল্যায়নে তাঁহার সার্ভিস

রেকর্ড এবং পুলিশের অভ্যন্তরীন পর্যবেক্ষণ ইউনিটের মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিবেচিত হইবে। প্রতি বৎসর জানুয়ারী / ফেব্র" য়ারী মাসে নিম্নলিখিত ছকে কমিটি ইহার মল্ল্যায়ন সমাপ্ত করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন্ অফিসার কত নম্বর পাইয়াছেন তাহা ঐ অফিসারকে জানাইবে।

চলমান পাতা...৫৯

ডিআইজি (প্রশাসন) প্রতি বৎসর কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন এবং এই সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি তাঁহার অফিসে সংরক্ষিত থাকিবে এবং সময়মত এই সভা অনুষ্ঠিত না হইলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বির" দ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে ।

নিম্নলিখিত ছকে নম্বর প্রদান করা হইবেঃ

আইটেম	সংরক্ষিত নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
সততা ও সুনাম	৪		
পুলিশ সার্ভিসের ভাবমূর্তি বিনির্মাণে অবদান	২		
মেধা	২		
দায়িত্ব পালন কালে সার্বিক নিরপেক্ষতা ও শৃঙ্খলা	২		

৩। প্রত্যেক লঘু দন্ডের কারণে এক বৎসর এবং প্রত্যেক গুর" দন্ডের কারণে তিন বৎসর কোন অফিসারের পদোন্নতি স্থগিত থাকিবে (দন্ড প্রদানের তারিখ হইতে)।

৪। পুলিশ সুপার ও সিনিয়র পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত উপ- মহাপরিদর্শক পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য একজন অফিসারকে অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ব্যতীত অবশিষ্ট ৭০ নম্বরের মধ্যে নন্যিতম ৮০% নম্বর পাইতে হইবে। ৮০% নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

৫। উপ- মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির জন্য ১০০ নম্বরের মধ্যে নন্যিপক্ষে ৮০ নম্বর পাইতে হইবে। ৮০ নম্বর প্রাপ্ত অফিসারদেরকে প্রাপ্ত নম্বরের মেধা ক্রম অনুসারে পদোন্নতি দেওয়া হইবে।

৬। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে একাধিক অফিসার সমান নম্বর প্রাপ্ত হইলে পুর্বের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার পরের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারের পুর্বে পদোন্নতি পাইবেন। একই বিজ্ঞাপন/ঘোষণার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বর্তমান পদে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসারকে সিনিয়র গণ্য করিয়া পূর্বে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে।

চলমান পাতা...৬০

৭। অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পর্যন্ত কোনো পদে কোনো কর্মকর্তা যখনই পদোন্নতি পান না কেন পদোন্নতি প্রাপ্তির পর ঐ পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী গন্য করা হইবে। উপ-মহাপরিদর্শক ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত অফিসারদের জ্যেষ্ঠতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হইবেঃ

(ক) সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক পর্বের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার পরের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিযুক্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা পাইবেন।

(খ) একই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের মধ্যে বেশী নম্বর প্রাপ্ত অফিসার কম নম্বর প্রাপ্ত অফিসারের উপর জ্যেষ্ঠতা লাভ করিবে।

৮। আলোচ্য পদ্ধতি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তার পদোন্নতির নম্বর নির্ধারণে কোনোর" প জটিলতা দেখা দিলে বা কোন বিধি সংশোধনের প্রয়োজন হইলে অথবা উলিখিত পদ্ধতি সম• র্কে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে অথবা কোন নতুন নিয়ম প্রণয়নের প্রয়োজন হইলে সরকারের অনুমোদন গ্রহন করিয়া পুলিশ প্রধান প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করিবেন যাহা চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৯। পদ শুন্য থাকিলে পুলিশ প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ত্রিশ দিনের মধ্যে পদোন্নতি কমিটির সভা অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ নিবে।

১০। পদোন্নতি বিবেচনার জন্য শুন্য পদের দ্বিগুন সংখ্যক অফিসারের নাম ও সার্ভিস রেকর্ড পদোন্নতি কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

চলমান পাতা...৬১

পঞ্চম তফসীল

(ধারা-২৯)

সিনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ পদ্ধতি

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরণ	যোগ্যতা	বাছাই/পদোন্নতি বোর্ড (বোর্ডের গঠন)
১	মহাপুলিশ পরিদর্শক	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ২০ (বিশ) বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
২	অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক হিসাবে ১ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ পুলিশ সার্ভিসে ১৭ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
৩	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শকদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	১৪ বৎসর পুলিশ সার্ভিসে চাকুরীর অভিজ্ঞতা;	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী - চেয়ারপার্সন ২। মন্ত্রী পরিষদ সচিব - সদস্য ৩। স্বরাষ্ট্র সচিব - সদস্য ৪। সংস্থাপন সচিব - সদস্য ৫। অর্থ সচিব - সদস্য ৬। পুলিশ প্রধান - সদস্য সচিব
৪	অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সিনিয়র পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে বাছাইয়ের মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ১২ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক- সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
৫	সিনিয়র পুলিশ সুপার	পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সুপার পদে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ১২ বৎসর পুলিশ সার্ভিসে চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। স্বরাষ্ট্র সচিব - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি

				৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক- সদস্য সচিব (প্রশাসন)
৬	পুলিশ সুপার	অতিরিক্ত পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ১০ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক-সদস্য সচিব

ক্রমিক নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরণ	যোগ্যতা	বাছাই/পদোন্নতি বোর্ড (বোর্ডের গঠন)
৭	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ০৫ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক-সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
৮	সহকারী পুলিশ সুপার (সিলেকশন গ্রেড)	জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহকারী পুলিশ সুপারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে	পুলিশ সার্ভিসে ০৪ বৎসর চাকুরীর অভিজ্ঞতা	১। পুলিশ প্রধান - চেয়ারপার্সন ২। যুগ্ম সচিব(পুলিশ) - সদস্য ৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের- সদস্য প্রতিনিধি ৪। অর্থ মন্ত্রণালয়ের - সদস্য প্রতিনিধি ৫। উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক - সদস্য সচিব (প্রশাসন)।
৯	সহকারী পুলিশ সুপার	সরকার নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী। তবে পুর" ষের উ" চতা সর্বনিম্ন ৬৪" এবং মহিলাদের উ" চতা সর্বনিম্ন ৬১" হইবে।	(ক) এক তৃতীয়াংশ পুলিশ ইন্সপেক্টরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে (খ) দুই তৃতীয়াংশ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক। তবে মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডে পুলিশ প্রধানের মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকিবেন।

বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ প্রণয়নের পটভূমি ও ইহার দর্শনগত ও প্রয়োগিক ভিত্তি

যুগ যুগ ধরিয়া বাংলাদেশ একটি অতি পুরাতন পুলিশ আইন নিয়া চলিতেছে, যাহা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়। ঔপনিবেশিক আমলে পুলিশ ছিল প্রভুদের সেবাদাস আর স্বাধীনতা উত্তরকালে গত কয়েক যুগ যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা অবৈধ প্রভাবের মাধ্যমে পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত রাখে। পুলিশ সার্ভিসের ভিতরে ও বাহিরে পুলিশী ব্যবস্থা সম• র্কে জনগণের অসন্তোষ ও মোহমুক্তি এখন সুস্বীকৃত বিষয়। ক্ষমতাসীনদের অবৈধ যন্ত্র হইতে রূপান্তর করিয়া জনগণের সেবায় নিবেদিত একটি পুলিশ সার্ভিস প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ বাংলাদেশে রহিয়াছে।

এই পটভুমিতে প্রধান উপদেষ্টার অফিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল ২০০৭ সালের মে মাসের ৩ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত একটি নতুন পুলিশ আইনের খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুর" র উদ্দেশ্যে কক্সবাজারে মিলিত হয়।

ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীগণের অলোচনা ও পর্যবেক্ষন ছিল নিম্নরূপঃ

জনগণের জীবনের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য প্রয়োজন একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত পরিবেশ, যাহা লিংগ, জাতি, সামাজিক মর্যাদা, বয়স ইত্যাদি নির্বিশেষে সকল মানুষের একটি মৌলিক মানবাধিকার।

বাংলাদেশ পুলিশের জন্য আইনগত অবকাঠামোতে অপ্রতুলতা আছে, যাহা পুলিশের উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে। বাংলাদেশের জনগণের একটি নিরাপদ ও নিশ্চিত পরিবেশের অভাব আছে। ইহার পরিবর্তন দরকার।

ক্ষমতার কেন্দ্র হইতে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে অতীতে পুলিশ সার্ভিস ইহার মধ্য উদ্দেশ্য "জনগণের সেবা করা" হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। অবৈধ ও অনাকাংখিত প্রভাবমুক্ত হইয়া ন্যায়সংগতভাবে এবং আইনের শাসনের সাথে সংগতি রাখিয়া তাঁহাদের কার্যাবলী সম• াদন করিতে হইলে পুলিশী ব্যবস্থার পরিচালনাগত(Operational) বিষয়াবলীর উপর পুলিশের সম• র্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন।

অধিক দায়িত্বের সংগে সংগে প্রয়োজন সামঞ্জস্যপর্ণ দায়বদ্ধতা। রাষ্ট্রের তিনটি অংগ (সরকার, সংসদ ও আদালত) এবং সমাজের সাধারণ জনগণের প্রতি থাকিবে পুলিশের এই দায়বদ্ধতা।

জনগণকে সেবা প্রদানকারী সংগঠন হিসাবে পুলিশকে কেবল শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিকারমুলক কর্মকান্ডে সীমিত থাকিলেই চলিবে না। বরং অপরাধ প্রতিরোধমুলক কর্মকান্ডসহ অপরাধের শিকার লোকদের সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানের ভূমিকা গ্রহন করিতে হইবে। অন্যদিকে পুলিশ সার্ভিসের অন্তিম ব্যবহারকারী হিসাবে জনগণকেও পুলিশের কর্মকান্ড মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং পুলিশকে পথনির্দেশ ও সহায়তা প্রদান করিতে হইবে।

অতীতে ও বর্তমানে পুলিশ সার্ভিস প্রয়োজনীয় সম• দের মারাত্নক অপ্রতুলতায় ভুগিতেছে। বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত একটি পুলিশ সার্ভিস পাইতে হইলে এই খাতে অধিক সম• দ বরাদ্দ করিতে হইবে। প্রোটোকল কাজে প্রায়শঃ ব্যবহারের ফলে পুলিশের মুল কর্তব্য সম• াদনে সম• দের টান পড়ে। অপরাধের প্রতিরোধ ও তদন্ত সম• র্কিত কাজে যথোপযুক্ত মনোযোগ ও প্রয়োজনীয় সম• দ বরাদ্দ করিতে হইবে।

খসড়া প্রণয়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমুহ ছিল নিম্নরূপঃ

- ✓ বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন পুলিশ আইন প্রয়োজন।
- ✓ তদন্ত ও পুলিশী কর্মকান্ডে অবৈধ হস্তক্ষেপকে ফৌজদারী অপরাধ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা পুলিশের সততার সহিত আপোষকামী এবং আইনের শাসনের সহিত সরাসরি সংঘাতমুলক।
- ✓ পরিচালনাগত(Operational) সম• র্পিদায়িত্ব পুলিশের থাকিতে হইবে, যাহা তাহারা লিংগ, জাতি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান বা বয়স নির্বিশেষে সমভাবে প্রয়োগ করিবে।
- ✓ পুলিশের কর্মকান্ড হইবে সৎ, দক্ষ, কার্যকর ও স্ব" ছ এবং আইনের শাসনের সহিত সংগতিপুর্ণ।
- ✓ পুলিশ তাহাদের কাজের জন্য সাধারণ জনগণসহ রাষ্ট্রের তিন অংগ- সরকার, সংসদ ও আদালতের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।
- ✓ পুলিশের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান এর মৌলিক ভাবার্থ হইবে তাহাদের কাজকর্ম আইনের শাসনের সহিত সংগতিপূর্ণ কিনা ইহা নিশ্চিত করা।
- ✓ পুলিশ সার্ভিসের এই উদ্দেশ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হইবে যে পুলিশের কাজ হইল বাংলাদেশের জনগণের সেবা করা, ক্ষমতাসীনদের নয়।
- ✓ শক্তি প্রয়োগ ন্যুনতম থাকিবে।
- ✓ আইন প্রয়োগের নামে নানান বেআইনী উপায়ের ব্যাপক ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।
- ✓ অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।
- ✓ পুলিশ সার্ভিসে পেশাদারিত্ব সংরক্ষণে মানবসম• দ ব্যবস্থাপনা স্ব" ছতা ও মেধার ভিত্তিতে হইতে হইবে।
- ✓ কার্য সম• াদনের ভিত্তিতেই পুলিশের মূল্যায়ন হইবে এবং এই সম• র্কিত মানদন্ড নির্ধারণ করিতে হইবে।
- ✓ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসারে কার্যসম• াদনের জন্য পুলিশকে যথেষ্ট সম• দ প্রদান করিতে হইবে।

নাম ও পদবী	নাম ও পদবী
জনাব এ.এস. এম. শাহজাহান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সাবেক মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ চেয়ারম্যান, ড্রাফ্টিং কমিটি	**জনাব মোঃ ইসরাইল হোসেন** যুগ্ম-সচিব আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
জনাব মুস্তাফিজুর রহমান পরিচালক প্রধান উপদেষ্টার অফিসের প্রতিনিধি	**জনাব রাশেদুল ইসলাম** উপ-সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
জনাব এন.বি.কে. ত্রিপুরা অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	**জনাব সরেন লরসেন** প্রোগাম অফিসার জাতিসংঘের প্রতিনিধি
জনাব ডঃ বাহার" ল আলম অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ স্ে• শাল ব্রাঞ্চ	**জনাব হিউবার্ট স্টেবারহুফার** প্রোজেক্ট ম্যানেজার জাতিসংঘের প্রতিনিধি, পুলিশ পুনর্গঠন কর্মসূচী
জনাব শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	**জনাব বেনজীর আহমদ** উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ সদর দপ্তর
জনাব জসিম উদ্দীন	**জনাব মতিউর রহমান**

যুগ্ম- পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ সদর দপ্তর

জনাব মোঃ হাসান-উল-হায়দার
সহকারী মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সদর দপ্তর

জনাব গোলাম রসুল
বিশেষ পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ

জনাব সালমা বেগম
অতিরিক্ত উপ- পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

পুলিশ অর্ডিন্যান্স- ২০০৭